POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ (اعراف:206)

এবংতুমি স্মরণ কর তোমার প্রভুকে নিজ অন্তরে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এবং তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

(আল আরাফ: ২০৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 4

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 26 জানুয়ারী, 2023 3 রজব 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

কাদিয়ানের পুণ্যভূমিতে অনুষ্ঠিত হল ১২৭তম সালানা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনই হল জলসার প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর তিনি এ বিষয়ের প্রতি অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন যে, এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানে জামাত আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়।

১৮৯১ সালের জলসায় ৭৫জন এবং ১৮৯২ সালের জলসায় ৩২৭ জন অতিথি অংশগ্রহণ করেন। আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপা বর্ষিত হচ্ছে, এতটাই যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেকটি দেশ থেকে হাজার হাজার অনুরাগীদের জলসায় সামিল হওয়ার তৌফিদ দান করছেন। এটা কি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে কৃত তাঁর অঙ্গীকারের প্রমাণ নয়? নিশ্চয়!

একই সময়ে সমস্ত দেশের মানুষ আমার কথা শুনছে এবং আমাকে দেখছে আর আমরাও তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। এটাও আল্লাহ্ তা'লা দ্বারা কৃত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ।

আমাদের এই কৃপাসমূহ থেকে লাভবান হতে এবং এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে নিজেদের দায়িত্বাবলীও পালন করতে হবে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর জামাতের সঙ্গে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে কৃত নিজেদের অঙ্গীকারসমূহ পালন করতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে।

বয়আতের শর্তাবলীর মধ্যে দ্বিতীয় শর্তটির বিষয়ে কয়েকটি কথা বলব। আমরা সেই মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালিত করি তবে নিজেদের মধ্যেও এবং এই পৃথিবীতেও এক মহা বিপ্লব সাধন করতে পারি।

বয়আতের দ্বিতীয় শর্তে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নয়টি পাপের কথা উল্লেখ করেছেন আর সেগুলি এমন যা বর্জন করলে মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে উন্নতি করতে পারে।

*** কোভিড-১৯-এর পর পূণ সক্ষমতায় জলসার আয়োজন। * তিন দিনের জলসার অনুষ্ঠানসমূহের লাইভ স্ট্রিমিং * লাইভ স্ট্রীমের মাধ্যমে বিরাশি হাজার পাঁচশ মানুষ জলসার অনুষ্ঠান দেখেছেন। * ১৪৫০০ জন অতিথি জলসায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। *৩৭ টি দেশের আহমদীদের প্রতিনিধিত্ব হয়েছে। * কয়েকটি আফ্রিকান দেশের জলসা এবং সমাপনী ভাষণে তাদের সঙ্গে যোগদান। সমাপনী ভাষণে মসজিদ মুবারক ইসলামাবাদে ১৪০৪ জন, বায়তুল ফুতুহ মসজিদে ১২০০ জন এবং ফযল মসজিদে ১৪০০ মানুষ সমবেত হন।**

আল হামদোলিল্লাহ! জলসা সালানা কাদিয়ান ২০২২ বুস্তানে আহমদ-এর প্রশস্ত প্রাঙ্গনে ২৩, ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর তারিখে সুসম্পন্ন হল। এর পূর্বে কোরোনা কারণে ২০১৯ ও ২০২০ সালে জলসা অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয় নি। ২০২১ সালে সীমিত সংখ্যা উপস্থিতি নিয়ে জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আলহামদোল্লিাহ্ এবছর জলসা সালানা কাদিয়ান পূর্ণ ক্ষমতায় অনুষ্ঠিত হল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আহমদীয়াতের অনুরাগীরা অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এই এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জলসার দিন কাছিয়ে আসতেই কাদিয়ানের ঔজ্জ্বল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে আর ক্রমশ অতিথিদের দিয়ে কাদিয়ান কোলাহলপূর্ণ হয়ে ওঠ। যেদিকে দৃষ্টি যায় সেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথদেরকেই দেখা যায়। বিদেশ থেকেও বিপুল সংখ্যক আহমদী জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাদিয়ান দারুল আমান-এর প্রিয় ভূমিতে আরও একবার আনন্দধারা বইতে শুরু করে। অতিথিদের আগমণের অনেক আগে থেকেই কাদিয়ান আলোকসজ্জা এবং আরও নানান রূপে সেজে উঠতে শুরু করে। কাদিয়ানে অলি-গলি এবং সড়কগুলিকে টিউব লাইট দ্বারা আলোকিত রাখা হয়। বেহেশতি মাকবারা, দারুল মসীহ, মসজিদ মুবারক, মসজিদ আকসা এবং মিনারাতুল মসীহ রঙীন আলোয় সাজানো হয়। এই ভাবে হযরত মসীহ মওউদ আ.)এর এই আধ্যাত্মিক জনপদ অভ্যন্তরীন ঔজ্জ্বল্যের পাশাপাশি বাহ্যিকভাবেও আলোতে ঝলমল করে ওঠে।

প্রস্তুতি নিরীক্ষণ

১৯ শে ডিসেম্বর সোমবার সকাল পৌনে এগারোটায় বুস্তানে আহমদ প্রাঙ্গণে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রতিনিধি নাযের আলা ও আমীর জামাত কাদিয়ান মৌলানা ইনাম গৌরী সাহেব-এর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি নিরীক্ষন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলাওঁ ও সাহলাঁও ও মারহাবা' ধ্বনিতে

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর (২০২২)

ওয়াকফীনে নও (ছেলেদের) ক্লাস

(শেষাংশ..)

প্রশ্ন: লাবিব আহমদ যাহিদ প্রশ্ন করে যে,কখনও কখওন চিন্তা করি যে, সত্যিই কি আল্লাহ্ আছেন? আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস তৈরী করার জন্য আমার কি করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি সাক্ষাত খোদাকে দেখতে পারেন না, আপনি জানেন যে, আল্লাহ্ তা'লা জ্যোতি। আপনি কি প্রত্যহ পাঁচ বার নামায পড়েন? আপনার কি কখনও দোয়া কবুল হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে?আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল করার ম্যামে স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ দেন, তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। আপনি যখন দোয়া করেন আর তিনি সেই দোয়া কবুল করেন, তখন আপনি স্পষ্টরূপে জেনে যান যে, যা কিছু লাভ হয়েছে তা সেই দোয়া গৃহীত হওয়ারই পরিণাম। আর আপনি যখন নামায পড়েন আর সিজদায় থাকেন আর কখনও কখনও অঝোরে কাঁদেন আর মন প্রশান্তি লাভ করে আর আপনার মনে হয় এখন আপনার দোয়া কবুল হয়ে গেছে, এখন আল্লাহ্ আপনার মঙ্গাল করবেন। আহমদীরা সব সময় এই ধরণের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। আপনি কি কখনও দোয়া কবুল হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন?

লাবিব আহমদ বলে যে, তার এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, তবে আপনি এমন প্রশ্ন কেন করছেন? কেননা আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে নিজেই নিজের চেহারা দেখিয়েছেন। এইভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজের চেহারা দেখিয়ে থাকেন। তাই এই বিষয়ে আপনার যদি অন্য কোনও প্রশ্ন থাকে তবে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

লাবিব আহমদ বলে, কিন্তু কখনও কখনও আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি আর আমার দোয়া কবুল হয় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আপনার সমস্ত দোয়া কবুল করবেন এমনটা আবশ্যক নয়। আল্লাহ্ তা'লা সর্বাধিপতি। তিনি কখনও আপনার কোনও কোনও দোয়া কবুল করেন না যেগুলি আপনার জন্য মঙ্গালজনক নয়। কিন্তু সেই দোয়াগুলিকেও তিনি নষ্ট হতে দিবেন না। এই দোয়াগুলির লাভ আপনার খাতায় জমা হতে থাকবে। যখনই আপনার কোনও জিনিসের প্রয়োজন হবে আপনি সেই দোয়াগুলি থেকে উপকার পাবেন।

জাযিব আহমদ ভাট্টি নামে এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, বর্তমান যুগের বস্তুবাদি সমাজে অধিকাংশ মেয়েরই নিজেদের ক্যারিয়ারের প্রতি বেশি ঝোঁক।নিজের ক্যারিয়ারের থেকে সংসারের প্রতি বিষয়ে মনোযোগী এবং এক সৎচরিত্রা জীবনসঙ্গীনী খোঁজার বিষয়ে হুযুর আনোয়ার এক ওয়াকফে নও-ছেলেকে কি উপদেশ দিবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, বিয়ের জন্য পাত্রীর সন্ধান করার লোকে তার বাহ্যিক সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ এবং বংশমর্যাদাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু একজন মুত্তাকি মোমেনের এমন পাত্রী নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যে একজন উন্নত মোমেন এবং ধর্মের দিক থেকে শ্রেয়। আপনি পুণ্যবতী মেয়ে চাইলে আপনাকে নিজেকেও পুণ্যবান হতে হবে। আপনি নিজে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়েন না, অথচ পুণ্যবতী মেয়েকে বিয়ে করার আকাঙ্খা কিভাবে করতে পারেন? আপনার যদি উভয়েই আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয়ভাবে উন্নত মর্যাদা সম্মন্ন হন তবে পরিবারে শান্তি ও সমন্বয় বজায় থাকবে আর আপনার বংশধররাও ভালভাবে তরবীয়ত পাবে।

হুযুর আনোয়ার ওয়াকফীনে নওদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন: যাবতীয় জাগতিক শিক্ষা এবং কামনা-বাসনা দৃষ্টিপটে রেখেও আপনারা ভাল মুসলমান হয়ে উঠতে পারেন। আপনাদের মধ্যে এই চেতনা থাকা দরকার যে আপনাদের মা-বাবা আপনাদেরকে জন্মের পূর্বেই জামাতের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। আপনারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে চান, তবে ওয়াকফে নওদের কি কি কর্তব্য তা সব সময় মনে রাখবেন। কয়েক বছর আগে আমি কানাডায় ওয়াকফে নওদের দায়িত্বাবলীর বিষয়ে জুমআর খুতবা দিয়েছিলাম। উক্ত খুতবায় যে সমস্ত দিক-নির্দেশনা আমি দিয়েছি সেগুলি পালন করুন। দ্বিতীয়ত, যদি আপনার মনে হয় যে, ওয়াকফে নও-এর দায়িত্ব আপনি পালন করতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে আপনি যা খুশি করতে পারেন। যাই হোক আপনি একজন আহমদী। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানোন্নয়ন আপনার কর্তব্য। সেই সঙ্গে আপনি জাগতিক শিক্ষও চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আপনার স্মরণ রাখা দরকার যে, আপনি যা কিছু করছেন আল্লাহ্ সব সময় আপনাকে দেখছেন। কখনও মন্দ কাজ করবে না, কেননা আপনি যদি পরকালের জীবনে বিশ্বাস করেন, তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে ভাল কাজ না করলে পরকালে আপনাকে এর শাস্তি পেতে হতে পারে।

মসজিদ বায়তুল ইকরাম (ডালাস))-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

প্রোগ্রাম অনুসারে হুযুর আনোয়ার (আই.) ৫:৩০টায় মসজিদ বায়তুল ইকরাম-এর লবিতে আসেন। মসজিদ উদ্বোধনের জন্য মসজিদের বহিরাঙ্গনে মার্কিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের মধ্য থেকে কয়েকজন অতিথির হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত নির্ধারিত ছিল।

সর্বপ্রথম মার্কিন কংগ্রেসের অনারেবল মাইকেল ম্যাককল হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি বর্তমানে Ranking Member of the House of Foreign Affairs Committee.

কংগ্রেস ম্যান হুযুর আনোয়ারকে বলেন: সারা পৃথিবীতে আপনাদের শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী প্রসার করা আমার খুব ভাল লাগে আর এর জন্য আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরা যদি বুঝত! বাণী উত্তম, কিন্তু মানুষ এটিকে বুঝতে এবং এটি অনুশীলন করতে সংকোচ করে। এই বাণী কিভাবে অপরের কাছে পোঁছে দিবেন সেটা এখন আপনার উপর নির্ভর করছে।

কংগ্রেস ম্যান বলেন: পুরো মার্কিন কংগ্রেস আপনাদের সমর্থন করতে প্রস্তুত। আমি সন্ত্রাস দমন অভিযানের প্রসিকিউটার ছিলাম। হোম ল্যান্ড সিকিউরিটির চেয়ারম্যান ছিলাম এবং ফরেন এফেয়ার্স কমিটির ভাবী চেয়ারম্যান। আমাকে মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করে বলতে হবে যে, আহমদীয়া কমিউনিটির লক্ষ্য কি। আমরা উগ্রবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনাদের সমর্থন করছি।

কংগ্রেসম্যানের পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সরকারের বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যখন থেকে মার্কিন সেনা আফগানিস্তান থেকে বের হয়েছে, সেখানে অরাজকতা চলছে। সেখানে সরকার নেই, রয়েছে উগ্রবাদ। দেশ এখন সন্ত্রাসী এবং উগ্রবাদীদের দখলে। এখন তারা এই বাণীকে পাকিস্তানেও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। রাজনীতিকরাও একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছে, একে অপরকে অপবাদ দিচ্ছে। একে অপরের বিরুদ্ধে উগ্রবাদকে ব্যবহার করছে। আপনি যদি এই অংশে শান্তি চান তবে পরাশক্তিগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে।

কংগ্রেসম্যান হুযুরকে বলেন: আপনি মুসলিম বিশ্বে উগ্রবাদের বিরুদ্ধে একমাত্র নেতা। হুযুর আনোয়ার বলেন: যতদূর ইসলাম ধর্মের সম্পর্ক, ইসলাম আমাদেরকে কখনই একথা শেখায় না যে ইসলামে উগ্রবাদের কোনও স্থান আছে। এগুলি মৌলবী ও মোল্লাদের ভ্রান্ত ধারণা।

কংগ্রেসম্যান বলেন:আমি ক্যাকাসের চেয়ারম্যান হিসেবে আহমদীয়াতের নেতৃত্ব দিব। আমি আপনাদের জন্য কংগ্রেসের সমর্থনের জন্য সমস্ত কংগ্রেসীদের সমর্থন করব। যে বাণী নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছেন, যাতে একদিন আপনি হয়তো নিজের দেশে ফিরে যেতে পারেন।

এরপর তিনি জানান যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনা 'মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ' (ভারতে যীশু) বইটি অধ্যয়ন করছেন। বইটি তাঁর খুব ভাল লেগেছে। হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা ছিল শান্তি, ভালবাসা ও সমন্বয়ের। এগুলিই হল হযরত মসীহ্র শিক্ষামালা মূলকথা। আহমদীয়া জামাত-এর প্রতিষ্ঠাতা দাবি করেছেন যে, তিনি হযরত মহম্মদ (সা.)-এর মসীহ এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর পদাঙ্গা অনুসরনে এসেছেন। তিনি সেই বাণীই নিয়ে এসেছেন যা হযরত ঈসা (আ.) এনেছিলেন। তাঁর সত্তায় হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাব ঘটেছে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

"আমাদের জামা'তের সদস্যদের জন্য আবশ্যিক বিষয় হলো, তাদের ঈমান যেন বৃদ্ধি পায় এবং খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস ও তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় আর পুণ্যকর্মে শিথিলতা ও অলসতা যেন সৃষ্টি না হয়। "

যদি সৎকর্মের শক্তি সৃষ্টি না হয় আর পুণ্যকর্মে অগ্রগামী হওয়ার প্রেরণা না থাকে, (অর্থাৎ তোমার মাঝে যদি পুণ্যকর্মে অগ্রসর হওয়ার উদ্দীপনা না থাকে) তাহলে আমাদের সাথে সম্পর্ক গড়া নিরর্থক।

যে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় খোদা তা'লাকে ভুলে না আল্লাহ্ তা'লাও তাকে বিপদের সময় ভুলে যান না। এছাড়া যে ব্যক্তি সুসময়কে বিলাসিতায় কাটায় আর বিপদের সময় দোয়ায় রত হয় এমন ব্যক্তির দোয়াও গৃহীত হয় না।

এটি একটি মৌলিক নীতি যে, আমাদের কখনো নিজেদের ইবাদত ও দোয়ার ক্ষেত্রে অলস হওয়া উচিত নয়।

দোয়ার জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়টির প্রয়োজন তা হলো, দোয়াকারী যেন কখনো ক্লান্ত হয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মন্দ ধারণা না করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যেন এই কুধারণা না করে যে, এখন (দোয়া করে) আর কিছুই হবে না।

খোদা তা'লা যিনি দয়ালু এবং লজ্জাশীল, তিনি যখন দেখেন তার দুর্বল বান্দা এক দীর্ঘকাল ধরে তাঁর দরবারে লুটে পড়ে আছে তখন কখনোই তার পরিণাম অশুভ করেন না।

আল্লাহ্ তা'লার সকাশে যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন দৃঢ় প্রত্যয় ও বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ করা আবশ্যক।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)–এর বাণীর আলোকে দোয়ার তাৎপর্য, এর নিয়ম, আমাদের দায়িত্বাবলী, প্রয়োজনীয়তা এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ বর্ণনা।

প্রত্যেক কাজের পূর্ণ হওয়ার একটা যুগ আছে। পুণ্যবানরা সেই সময় আসার অপেক্ষা করে। আর যে অপেক্ষা করে না, অস্থির হয়ে পরিণাম বের হওয়ার আকাঙ্খা করে, সে ত্বরাপরায়ণ, সে সফল হতে পারে না।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৬ ডিসেম্বর, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (১৬ ফাতাহ ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,দোয়া সম্পর্কে বহু মানুষ প্রশ্ন করে থাকে। আজকাল বিশেষভাবে খোদা তা'লা এবং দোয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। যখন কিনা রীতিমতো একটি পরিকল্পনার আওতায় নাস্তিকতার সমর্থকরা খোদা তা'লার সত্তা ও ধর্মের ওপর পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষকে খোদা এবং ধর্ম থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। শয়তান মানুষের সাথে সহানুভূতির ছলে তাকে ধর্ম ও খোদা তা'লা থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করছে। এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের (জামা'তের) লোকদের ওপরও কোনো কোনো স্থানে কখনো কখনো এসব শয়তানী চিন্তাধারা প্রভাব ফেলে অথবা জগৎপূজারি ও ধর্মদ্বেষীদের কথা তাদের মাঝে ধর্ম সম্পর্কে, খোদা তা'লা সম্পর্কে এবং ইবাদত সম্পর্কে উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। যারা স্বল্পজ্ঞানী তাদের হৃদয়ে সংশয় সৃষ্টি হওয়া আরম্ভ হয়। কখনো কোনো পরীক্ষায় নিপতিত হলে বা ব্যর্থতার সম্মুখীন হলে দুর্বল ঈমানের অধিকারী ও স্বল্পজ্ঞান রাখে এমন লোকদের মাঝে তাৎক্ষণিকভাবে এই ধারণা জন্ম নেয় যে, হয় ধর্মই ভ্রান্ত যার ওপর আমরা প্রতিষ্ঠিত আর আসলে এর কোনো বাস্তবতা নেই অথবা খোদা তা'লার সত্তা এমন নয় যে, দয়া প্রদর্শন করে তিনি দোয়া শুনবেন এবং আমাদেরকে এই বিপদ ও পরীক্ষা থেকে মুক্ত করবেন। অথবা খোদা তা'লা নাউযুবিল্লাহ্ আমাদের প্রতি অন্যায় করেছেন, তাই আমরা এরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। দোয়া করা সত্ত্বেও আমাদের দুশ্চিন্তা দূর হচ্ছে না। মোটকথা কারো কারো মনমস্তিষ্কে এ ধরনের বহু প্রশ্নের উদয় হয়ে থাকে। বিশেষত তাদের (মনমস্তিষ্কে) যাদের দৃষ্টি কেবল জাগতিক বিষয়াদির প্রতি নিবদ্ধ থাকে। কেউ কেউ আমার কাছে লিখে থাকে বা নিজের অবস্থা তুলে ধরে প্রশ্ন করে থাকে। তখন এমন মনে হয় যে, তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার সত্তার প্রতি সেই ঈমান নেই যা থাকা উচিত। এছাড়া যে পরিবেশে তারা বসবাস করছে সেখানে অবস্থান করার সময় তাদের যদি সামান্য পরীক্ষাও সম্মুখীন হতে হয় তাহলে (তাদের মাথায়) নেতিবাচক চিন্তাধারা সৃষ্টি হয়ে যায় বা সন্দেহ মাথাচাড়া দিতে থাকে। অথচ উচিত ছিল নিজেদের অবস্থার প্রতি মনোযোগী হওয়া। এটি দেখুন যে, আমরা কতটা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানের চেষ্টা করছি? আমরা কতটা নিজেদের ইবাদতকে ধীরে সুস্থে সুন্দর করে আদায় করার চেষ্ট করছি? আমাদের দোয়ার মানকে আমরা কতটা উন্নত করেছি? আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে রয়েছে? যাহোক আজ আমি দোয়ার বিষয়টিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর বক্তব্যের আলোকে বর্ণনা করব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর লেখনী ও নির্দেশাবলীর মাঝে এ সম্পর্কে বহু বিষয় আমরা দেখতে পাই (যা তাঁর) বইপুস্ত কে রয়েছে। যাহোক কিছু কথা আমি তুলে ধরব যার মাধ্যমে দোয়ার বাস্তবতা, এর রীতিনীতি, আমাদের দায়িত্ব, এর প্রয়োজনীয়তা এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত হয়, বরং নিশ্চিতভাবে তা সুস্পষ্ট হয়। সুসময়েও আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং দোয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত যেন বিপদের সময়ও আমাদের দোয়া গ্রহণ করা হয়– এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সেই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা (বর্ষিত হয়) যে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ও সেভাবেই ভয় করে যেভাবে বিপদ আসলে ভীত হয়। যে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় খোদা তা'লাকে ভুলে না আল্লাহ্ তা'লাও তাকে বিপদের সময় ভুলে যান না। এছাড়া যে ব্যক্তি সুসময়কে বিলাসিতায় কাটায় আর বিপদের সময় দোয়ায় রত হয় এমন ব্যক্তির দোয়াও গৃহীত হয় না।

যখন ঐশী শাস্তি আপতিত হয় তখন তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অতএব সে ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান যে ঐশী শাস্তি আসার পূর্বে ই দোয়ায় রত থাকে, সদকা প্রদান করে এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর সম্মান করে আর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। নিজের আমলকে সাজিয়ে গুছিয়ে আদায় করে। এটিই সৌভাগ্যের চিহ্ন। তিনি (আ.) বলেন, বৃক্ষ তোমার নাম কী ফলে পরিচয়, অনুরূপভাবে সৌভাগ্যবান ও হতভাগা ব্যক্তিকে চেনাও সহজ হয়ে থাকে।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২২৯-২৩০)

অতএব একজন প্রকৃত মু 'মিনের কাজ হলো নিজের সুসময়েও খোদা তা'লার প্রাপ্য এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকারকে কখনো ভুলে না যাওয়া। কিন্তু সে যদি উক্ত অধিকার প্রদান করে তাহলে বিপদের সময় খোদা তা'লা স্বয়ং তাকে মুক্ত করেন এবং তার দোয়া গ্রহণ করেন। অতএব এটি একটি মৌলিক নীতি যে, আমাদের কখনো নিজেদের ইবাদত ও দোয়ার ক্ষেত্রে অলস হওয়া উচিত নয়। জাগতিক ব্যস্ততা যেন আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদান করা থেকে বঞ্চিত না রাখে।

অতঃপর খোদা তা'লার কাছে যাচনার সময় কীরূপ অবস্থা হওয়া উচিত আর এর রীতি বা পদ্ধতি কী আর এ রীতি বা পদ্ধতি খোদা তা'লা স্বয়ং আমাদেরকে কীভাবে শিখিয়েছেন- এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লার কাছে চাওয়ার জন্য আদব বা শিষ্টাচার থাকা আবশ্যক আর বুদ্ধিমানরা যখন বাদশাহ্র কাছে কিছু চায় তখন সর্বদা শিষ্টাচারকে দৃষ্টিপটে রাখে। এ কারণেই খোদা তা'লা সূরা ফাতিহায় শিখিয়েছেন যে, কীভাবে চাইতে হবে? আর এতে শিখিয়েছেন, 'আলহাম্দু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন' অর্থাৎ সকল প্রশংসা খোদা তা'লারই যিনি সমস্ত জগতের প্রভু -প্রতিপালক। অর্থাৎ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করো। তিনি আর্ রাহ্মান, অর্থাৎ চাওয়া ও যাচনা করা ছাড়াই দান করেন। এরপর তিনি আর্ রাহীম, অর্থাৎ মানুষের সত্যিকার পরিশ্রমের জন্য তাকে সুমিষ্ট ফল প্রদান করেন। 'সত্যিকার পরিশ্রম' শব্দটি একটি লক্ষ্যণীয় শব্দ। আল্লাহ্ তা'লা রহীম, তিনি সত্যিকার পরিশ্র মের ফল প্রদান করেন বা প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আর সত্যিকার প্ররিশ্রমের মান হলো তা যা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার পথে এক প্রকার জিহাদ করতে হয়। এরপর তিনি (আ.) বলেন , তিনি 'মালিক-ইয়াওমিদ্দীন' অর্থাৎ পুরস্কার ও শাস্তি তাঁরই হাতে। চাইলে জীবিত রাখবেন, চাইলে মৃত্যু দিবেন। আর পরকালেরও এবং ইহকালেরও পুরস্কার ও শাস্তি তাঁরই হাতে। শুধু এমন নয় যে, পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি (তাঁর হাতে)। বরং এই পৃথিবীতেও যে-সকল কাজ হয় সেগুলোর সিদ্ধান্তও খোদা তা'লার হাতে। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ যখন এতটা প্রশংসা করে তখন সে এই ধারণায় উপনীত হয় যে, কত বড় খোদা! যিনি রব, রহমান এবং রহীম। তাঁকে অদৃশ্য হিসেবেই মেনে চলেছে, কিন্তু তাঁকে উপস্থিত জেনে (তাঁর কাছে) যাচনা করে। এ কথাগুলো তো অদৃশ্যের (বিষয়ে)। এরপর সে মনে করে, আল্লাহ্ তা'লা হাজের বা উপস্থিত আছেন আর তাঁকে উপস্থিত জেনে কী আহ্বান করে? 'ইয়্যাকা না'বু দু ও ইয়্যাকা নাস্তাঈন' অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই ইবাদত করি বা ইবাদত করতে চাই আর তোমারই কাছে এর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করি। 'ইহ্দিনাস্ সীরাতাল মুস্তাকীম' অর্থাৎ এমন পথ যা সম্পূর্ণ সোজা, যাতে কোনো প্রকার বক্রতা নেই। এক পথ হয় অন্ধদের যাতে পরিশ্রম করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু কোনো ফলাফল হস্তগত হয় না আর আরেক পথ হলো সেটি যাতে পরিশ্রমের ফলে ফল আসে। এরপর বলা হয়েছে 'সীরাতাল্লাযিনা আনআম্তা আলাইহিম' অর্থাৎ তাদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো। আর সেটিই 'সীরাতে মুস্তাকীম' যার ওপর চলার মাধ্যমে পুরস্কার লাভ হয়। এরপর বলা হয়েছে 'গায়রিল মাগ্যুবে আলাইহিম' অর্থাৎ তাদের পথ নয় যাদের ওপর তোমার শাস্তি এসেছে। 'ওয়ালায্যোয়াল্লীন' আর না তাদের পথ যারা পথ থেকে দূরে সরে গেছে বা পথভ্রষ্ট হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, 'ইহ্দিনাস্ সীরাতাল মুস্তাকীম' এর অর্থ হলো ইহজগত এবং ধর্মের সকল কাজের পথ। উদাহরণস্বরূপ এক চিকিৎসক যখন কারো চিকিৎসা করে তখন সে যদি একটি 'সীরাতে মুস্তাকীম' না পায় তাহলে সে চিকিৎসা করতে পারে না। একইভাবে সমস্ত উকিল এবং সকল পেশা ও জ্ঞানের একটি সীরাতে মুস্তাকীম রয়েছে। সেটি লাভ হলে কাজ সহজেই সমাধা হয়ে যায়। তাই পার্থিব কাজকর্মেও সীরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান করা উচিত আর এটি তখনই হতে পারে যখন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক থাকবে।

তিনি (আ.) যে বৈঠকে একথা বলছিলেন সেখানে এক ব্যক্তি এই আপত্তি করে যে, নবীগণের এই দোয়া করার কী প্রয়োজন ছিল? এই দোয়া তো সাধারণ মানুষের জন্য, নবীদের এই দোয়া করার কী প্রয়োজন? মহানবী (সা.) এই দোয়া কেন করতেন?

তারা (অর্থাৎ নবীগণ) তো শুরু থেকেই সীরাতে মুস্তাকীমে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) (এর উত্তরে) বলেন, তাঁরা এই দোয়া (তঁ াদের আধ্যাত্মিক) মান ও মর্যাদার উন্নতির জন্য করেন। বরং এই 'ইহ্দিনাস সীরাতাল মুস্তাকীম' দোয়া তো পরকালে মু'মিন বান্দারাও করবে, কেননা যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার কোনো সীমাপরিসীমা নেই, একইভাবে তাঁর (আধ্যাত্মিক) মর্যাদা ও মানের ক্ষেত্রে উন্নতিরও কোনো সীমা নেই। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৯৯-৪০০)

সুতরাং এগুলো হলো সে সমস্ত শিষ্ঠাচার যা দৃষ্টিপটে রেখে নামায পড়লে, দোয়া করলে মানুষ এমন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে পার হয় যেখানে খোদা তা'লার নৈকট্য ও নিজের চাহিদাসমূহ উপস্থাপন করার সঠিক জ্ঞান লাভ হয়।

এরপর দোয়া এবং এর রীতি সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, দোয়া খুবই অদ্ভুত বিষয়। তবে আফসোসের বিষয় হলো দোয়া যাচনাকারীরাও দোয়ার রীতি সম্পর্কে অবগত নয় আর এযুগের দোয়াকারীরা সেসব রীতি সম্পর্কেও অবগত নয় যা দোয়া গৃহীত হওয়ার (জন্য আবশ্যক) হয়ে থাকে। বরং আসল কথা হলো দোয়ার প্রকৃত মর্মই এখন সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা সম্পূর্ণরূপে (দোয়ার) অস্বীকারকারী আর যারা দোয়ার অস্বীকারকারী না হলেও তাদের অবস্থা এরূপ হয়ে গেছে যে, যেহেতু তাদের দোয়াসমূহ দোয়ার রীতির সাথে অপরিচিতির কারণে গৃ হীত হয় না, কেননা (তাদের) দোয়া প্রকৃত অর্থে দোয়াই নয়, অর্থাৎ দোয়ার যে প্রকৃত অর্থ রয়েছে সেই অর্থে তা দোয়া হয় না, তাই গৃহীতও হয় না। এ কারণে এমন লোকেরা দোয়ার অস্বীকারকারীদের চেয়েও অধঃপতিত অবস্থায় রয়েছে। তাদের ব্যবহারিক অবস্থা অন্যদেরকে নাস্তিকতার নিকটে পৌঁছে দিয়েছে।

দোয়ার জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়টির প্রয়োজন তা হলো, দোয়াকারী যেন কখনো ক্লান্ত হয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মন্দ ধারণা না করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যেন এই কুধারণা না করে যে, এখন (দোয়া করে) আর কিছুই হবে না।

কখনো কখনো দেখা গেছে, এত পরিমাণে দোয়া করা হয়েছে যে, লক্ষ্যবস্তুর কলি যখন প্রস্ফুটিত হবার উপক্রম হয় তখনই দোয়াকারী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যার ফলাফল হয় ব্যর্থতা ও অসফলতা আর এই ব্যর্থতা এতটা মন্দ প্রভাব ফেলেছে যে, দোয়ার প্রভাবকেই অস্বীকার করা আরম্ভ হয়েছে এবং ধীরে ধীরে বিষয় এতদূর গড়ায় যে, এরপর তারা খোদা তা'লাকেই অস্বীকার করে বসে, নাস্তিকতা প্রাধান্য লাভ করে আর (তারা) বলে দেয় যে, যদি খোদা থাকতেন এবং তিনি যদি দোয়া কবুলকারী হতেন তাহলে এত দীর্ঘকাল যেসব দোয়া করা হয়েছে (সেগুলো) কেন গৃহীত হয় নি? কিন্তু এমন ধারণা পোষণকারী ব্যক্তি ও হোঁচট খাওয়া মানুষ যদি নিজের দৃঢ়তা না থাকা ও চঞ্চলতার কথা চিন্তা করে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, এই সমস্ত ব্যর্থতা তার নিজেরই তাড়াহুড়া ও ত্বরাপরায়ণতার ফল। আজ এখানে তো কাল অন্যত্র। কোনো স্থিরতা নেই। তার প্রকৃতিতে তাড়াহুড়ো রয়েছে। অতএব এগুলো তো মানুষের নিজের ভুল। যদি অবিচলতা থাকে, তাড়াহুড়ো না থাকে এবং ঈমান দৃঢ় থাকে তবে কখনোই এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে না। যদি দোয়া গৃহীত না হয়ে থাকে তবে এটি হলো (তাদের) সেই তাড়াহুড়ার ফল। তিনি (আ.) বলেন, যাদের মাঝে খোদা তা'লার শক্তি ও সামর্থ্যের বিষয়ে কুধারণা এবং ব্যর্থ করে দেওয়া হতাশা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং (দোয়ার ক্ষেত্রে) কখনো ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। "

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪১৫-৪১৭)

তিনি (আ.) পার্থিব উদাহরণের সাথে দোয়াকারীর ধৈর্যের উদাহরণ প্রদান করে বলেন, দেখো! দোয়ার উপমাও তেমনই যেভাবে একজন কৃষক বাইরে গিয়ে তার ক্ষেতে একটি বীজ বপন করে আসে। এখন বাহ্যত অবস্থা দৃষ্টে তো সে ভালো শষ্যকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলেছে। সেই মুহূর্তে কি কেউ একথা ভাবতে পারে যে, এই শষ্যদানা এক সুন্দর বৃক্ষরূপে বেড়ে উঠে ফল দিবে? বাইরের জগৎ আর স্বয়ং কৃষকও দেখতে পায় না যে, এই শষ্যদানা ভিতরে ভিতরে মাটির নীচে একটি চারাগাছে রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অল্প কিছুদিন পর সেই শস্যদানা অঙ্কুরিত হয়ে ভিতরে ভিতরেই চারাগাছে পরিণত হতে থাকে এবং প্রস্তুত হতে থাকে। এভাবে এর পাতা ওপরে বেরিয়ে আসে। [বীজের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রথমে এর শিকড় বের হয় এবং শিকড় মাটিতে প্রথিত হয় আর এরপর কুঁড়ি বাইরে বের হতে শুরু হয়] এবং অন্য লোকেরাও এটি দেখতে পায়। এখন দেখো! সেই শস্যদানা যখন থেকে মাটির নিচে প্রোথিত করা হয়েছিল, মূলত তখন থেকেই সেটি

চারাগাছে পরিণত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেছিল, কিন্তু বাহ্যিক চোখ সেটির কোনো খবর রাখে না অথচ এখন যখন সেটির পাতা বাইরে বেরিয়ে এসেছে তখন সবাই দেখতে পেয়েছে। কিন্তু এক অবলা শিশু তখন এটি বুঝতে পারে না যে, সময়মত এতে ফল ধরবে। চারা গজিয়েছে এখন ফল ধরার পর্ব বাকি রয়েছে। [অবুঝ শিশু মনে করবে, এতে তো ফল ধরবে না, কারণ এটি ছোট। সে চায়, এখনই কেন এতে ফল ধরে না কিন্তু বিচক্ষণ কৃষক খুব ভালোভাবে জানে, এর ফল ধরার সময় কোনটি।] সে ধৈর্যের সাথে এটির দেখাশুনা করে এবং মনোযোগ দিয়ে পরিচর্যা করতে থাকে আর এভাবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে যায় যখন তাতে ফল ধরে এবং তা পেকেও যায়। দোয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য আর ঠিক এভাবেই পরিণত হয়ে ফলদার বৃক্ষে রূপ নেয়। ত্বরাপরায়ন প্রথমেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে কিন্তু পরিণামদর্শী ধৈর্যধারণকারীরা অবিচলতার সাথে দোয়া করতে থাকে। (যারা দূরদর্শী এবং ধৈর্য ধরে পরিণাম অবলোকন করে তারা অবিচলতার সাথে নিজেদের কাজে লেগে থাকে এবং দোয়ায় রত থাকে আর অবশেষে নিজ লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়।] ”

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪১৭)

এরপর দোয়াকারীদের ধৈর্যের মান (কীরূপ হয়)-এ বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, একথা সত্য যে, দোয়ার মাঝে বড় বড় ধাপ ও স্তর রয়েছে যেগুলো না জানার কারণে দোয়াকারীরা নিজে থেকেই বঞ্চিত হয়ে যায়। তাদের তাড়াহুড়া লেগে যায় আর তারা ধৈর্য ধারণ করতে পারে না অথচ আল্লাহ্ তা'লার কাজে একটি পর্যায়ক্রম থাকে।

দেখো! এমনটি কখনো হয় না যে, আজ মানুষ বিয়ে করলে আগামীকালই তার ঘরে সন্তান জন্ম নিবে অথচ তিনি (আল্লাহ্) সর্বশক্তিমান, তিনি যা চান তাই করতে পারেন, কিন্তু যে বিধান এবং নেযাম বা ব্যবস্থাপনা তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা আবশ্যিক। প্রথমে তরুলতার বেড়ে ওঠার ন্যায় কিছু বুঝা যায় না। [চারাগাছ যেভাবে বেড়ে ওঠে প্রথমে তো এর কিছুই বুঝা যায় না। মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর জন্মের সময় (প্রথমে বুঝাই যায় না)। এখন মানুষের উপমার ক্ষেত্রে চার মাস পর্যন্ত কেউ নিশ্চিতভাবে বলতেই পারে না। এরপর কিছুটা নড়াচড়া অনুভূত হয় আর পূর্ণ মেয়াদ অতিক্রান্ত করে অনেক বড় কষ্ট সহ্য করার পর সন্তান জন্ম নেয়। (ডাক্তারও এখন বারো সপ্তাহর পরই আল্ট্রাসাউন্ড করে কিছু বলতে পারে। সবধরনের আধুনিক প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও সন্তানের জন্ম হওয়ার বিষয়ে ডাক্তাররা সঠিকভাবে জানতে পারে আর যখন আল্ট্রাসাউন্ড করে তখন বারো সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে যায়। সেই যুগে যখন তিনি বর্ণনা করছেন তখন এত উন্নত প্রযুক্তি ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও এক প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।) তিনি (আ.) বলেন, বাচ্চার জন্ম নেওয়ার সাথে মায়েরও নবজন্ম হয়। (শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন এমন নয় যে, সহজেই জন্ম হয়ে যায়, বরং মাকেও নতুনভাবে জন্ম নিতে হয়।) তিনি (আ.) বলেন, পুরুষ হয়তো সেই দুঃখকষ্ট অনুমান করতে পারে না যা গর্ভকালীন সময়ে নারীকে সহ্য করতে হয়, কিন্তু একথা সত্য যে, নারীও একটি নতুন জীবন লাভ করে। এখন গভীরভাবে প্রণিধান করো, সন্তানের জন্য প্রথমে তার নিজেকে একটি মৃত্যু বরণ করতে হয় আর এরপর গিয়ে সে আনন্দ লাভ করে। একইভাবে দোয়াকারীর জন্য আবশ্যক বিষয় হলো, চঞ্চলতা ও ত্বরা পরিহার করে সকল দুঃখকষ্ট যেন সহ্য করতে থাকে, (তাড়াহুড়া করে না, বরং দুঃখকষ্ট সহ্য করে এবং অনবরত দোয়া করতে থাকে) আর কখনোই এমন ধারনা করে না যে, দোয়া কবুল হয় নি। অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে যায়। দোয়ার ফলাফল সৃষ্টি হওয়ার সময় এসে যায় যখন কাঙ্ক্ষিত সন্তান নেয়। দোয়ার জন্য প্রথম আবশ্যক বিষয় হলো একে এমন স্থান ও মানে উপনীত করা যেখানে পৌঁছে তা ফলপ্রসূ সাব্যস্ত হয়। (দোয়াকে প্রথমে এই মানে উপনীত করতে হবে।) তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে আতশ কাঁচের নীচে কাপড় রাখলে সূর্যের কিরণ বা রশ্মি এসে সেই কাঁচের ওপর পড়ে আর তখন এর তাপ ও উত্তাপ এমন স্তরে পৌঁছে যায় যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দেয়। ফলে সহসাই সেই কাপড় জ্বলে ওঠে। অনুরূপভাবে আবশ্যিক বিষয় হলো, দোয়া যেন এমন স্তরে উপনীত হয় যেখানে তার মাঝে সে শক্তি সৃষ্টি হবে যা অসফলতকে জ্বালিয়ে দিবে এবং উদ্দেশ্য পূরণকারী বলে সাব্যস্ত হবে।”

মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪১৮)

অতএব প্র ত্যেক দোয়াকারী আত্মবিশ্লেষণ করলে নিজেই বুঝে পারবে যে, সে এই মানে উপনীত হয়ে কি না? তিনি (আ.) ফার্সি একটি পঙক্তির মাধ্যমে উদাহরণ দিয়ে বলেন, “ প্যায়দা আস্ত নিদারা কি বুলান্দ আস্ত জানাবাত’ অর্থাৎ ডাক থেকেই বুঝা যায় তোমার দরবার অনেক উচ্চ।

একথা আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে। তিনি (আ.) বলেন, এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষকে দোয়ায় রত থাকতে হয়। অবশেষে খোদা তা'লা (কবুলিয়্যতের লক্ষণ) প্রকাশ করে দেন। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এবং পূর্ববতী পুণ্যবানদের অভিজ্ঞতাও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, কোনো বিষয়ে যদি দীর্ঘকাল নিরবতা অবলম্বন করলে সফলতার আশা থাকে। আশা জন্মে, কেননা দোয়া করার আরো সুযোগ যায়, তাই আল্লাহ্ তা'লা সফলতা দান করবেন। কিন্তু যে বিষয়ে দ্রুত উত্তর পাওয়া যায় আর উত্তর যদি ‘না’ হয় তাহলে সেই কাজ আর হবার নয়। তিনি (আ.) বলেন, সাধারণত জগতে আমরা দেখি, একজন ভিখারি যখন কারো দরজায় যাচনা করতে যায় তখন অত্যন্ত কাকুতিমিনতি ও বিনয়ের সাথে যাচনা করে এবং কিছুক্ষণ বকাঝকা খেয়েও সে নিজের জায়গা থেকে নড়ে না। (বাড়িওয়ালা তাকে বকাঝকা করে কিন্তু সে তার অবস্থান থেকে সরে না) এবং চাইতেই থাকে। পরিশেষে সে, অর্থাৎ বাড়িওয়ালা কিছুটা লজ্জায় পড়ে যায়, যতই কৃপণ হোক না কেন তারপরও ভিখারিকে কিছু না কিছু দিয়েই দেয়! তাহলে কি একজন দোয়াকারীর মাঝে এক সাধারণ ভিখারির মতো দৃঢ়তাও থাকা উচিত নয়? খোদা তা'লা যিনি দয়ালু এবং লজ্জাশীল, তিনি যখন দেখেন তার দুর্বল বান্দা এক দীর্ঘকাল ধরে তাঁর দরবারে লুটে পড়ে আছে তখন কখনোই তার পরিণাম অশুভ করেন না।

যেমন- একজন গর্ভবতী মহিলা যদি চার-পাঁচ মাস পর বলে, এখন বাচ্চা কেন হচ্ছে না এবং এই বাসনায় সে যদি কোনো গর্ভপাতের ঔষধ সেবন করে নেয় তাহলে তখন কেমন বাচ্চা জন্ম নিবে? বাচ্চা তো নষ্টই হয়ে যাবে অথবা সে নিজেই একটি হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় নিপতিত হবে। একইভাবে যে ব্যক্তি সময়ের পূর্বেই তাড়াহুড়া করে সে ক্ষতিরই সম্মুখীন হয়। আর কেবল ক্ষতিগ্র স্তই হয় না বরং ঈমানেও আঘাত লাগে। এমন অবস্থায় অনেকে নাস্তিক হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের গ্রামে একজন কাঠমিস্ত্রি ছিল এবং তার স্ত্রী অসুস্থ হয় এবং পরে সে মারা যায়। ফলে সে বলে, যদি খোদা বলে কোনো অস্তি ত্ব থাকত তাহলে আমি যে এত দোয়া করেছিলাম তা কবুল হয়ে যেত আর আমার স্ত্রী মারা যেত না। এবাবে সে নাস্তিক হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, সৌভাগ্যবান লোক যদি নিজের সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে তবে তার ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং সব কার্যও সমাধা হয়ে যায়। খোদার মোকাবিলায় জাগতিক ধনসম্পদ কী গুরুত্ব রাখে? তিনি এক নিমিষেই সবকিছু করতে পারেন। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা কি দেখ নি, তিনি সেই জাতিকে বাদশাহ্ বানিয়ে দিয়েছেন যাদের কেউ চিনতই না। আরবের বেদুঈনরা কী ছিল! তারা কেমন মানুষ ছিল! অথচ তারাই পৃথিবী শাসন করেছে আর বড় বড় সাম্রাজ্যকে তাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কৃতদাসদের বাদশাহ্ বানিয়ে দিয়েছেন। মানুষ যদি খোদাভীতি অবলম্বন করে এবং একান্তই আল্লাহ্ তা'লার জন্য নিবেদিত হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীতে উচ্চমানের জীবন লাভ হবে কিন্তু শর্ত হলো, সত্যবাদী এবং সুপুরুষ হয়ে দেখাতে হবে। হৃদয় দোদুল্যমান যেন না হয় এবং এর মাঝে যেন কোনোরূপ মলিনতা, লৌকিকতা ও অংশীবাদিতার সংমিশ্রণ না থাকে। ইব্রাহীম (আ.)-এর মাঝে এমন কী গুণাবলী ছিল যার কারণে তাকে জাতির পিতা এবং একত্ববাদীদের পিতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে অগণিত মহান কল্যাণে ভূষিত করেছেন। এর একমাত্র কারণ ছিল (তার) সততা ও নিষ্ঠা। দেখো! হযরত ইব্রাহীম (আ.) একটি দোয়া করেছিলেন। আর সেই দোয়া ছিল, অর্থাৎ তাঁর বংশধরদের মধ্যে থেকে যেন আরবে একজন নবী আবির্ভূত হন। সেই দোয়া কি সাথে সাথেই কবুল হয়েছিল? ইব্রাহীমের পর এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত কারো মনেই পড়ে নি যে, এই দোয়ার কী প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে সেই দোয়া কবুল হয় আর কতই না মহান মর্যাদার সাথে তা কবুল হয়!” (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪১৯-৪২০)

অতএব যেভাবে পূর্বেও বলা হয়েছে যে, মানুষ যেন কেবল কষ্টের সময় দোয়া না করে বরং আল্লাহ্ তা'লা যখন সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য দেন তখনও দোয়া করা অব্যাহত রাখা উচিত।

দোয়া কবুলের জন্য দেহ ও মনের পারস্পারিক সম্পর্ক থাকা আবশ্যক এবং কেমন সম্পর্ক হওয়া আবশ্যক তা স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বাহ্যিক বা দৈহিক নামায ও রোযার সাথে যদি নিষ্ঠা ও সততা না থাকে তাহলে (এমন ইবাদত) নিজের মাঝে কোন বিশেষত্ব রাখে না। আসলাম, নামায পড়লাম কিন্তু হৃদয়ে বিগলন সৃষ্টি হলো না তাহলে (এমন নামাযে) কোনো লাভ নেই। সাধু-সন্ন্যাসীরাও নিজ নিজ অবস্থানে অনেক কষ্টসাধনা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের কেউ কেউ নিজেদের হাত শুকিয়ে ফেলে। হাত উঠিয়ে রাখে আর টানা কয়েকদিন উঠিয়ে রাখে যার ফলে হাত শুকিয়ে যায়। অনেক শারীরিক কষ্ট সহ্য করে এবং নিজেকে অনেক বড় বড় কষ্ট এবং বিপদে নিপতিত করে। কিন্তু এসব কষ্ট তাদেরকে কোনো জ্যোতি দান করতে পারে না এবং তারা কোনো প্রশান্তি ও স্বস্তিও লাভ করে না। বরং তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আরো

খারাপ হয়ে যায়। তারা শারিরীক কসরত করে ঠিকই যার সাথে হৃদয়ের খুব সামান্যই সম্পর্ক থাকে। যার ফলে তাদের আধ্যাত্মিকতায় কোনো প্রভাব পড়ে না। বাহ্যিকভাবে কেরামতি দেখাতে পারে কিংবা চেষ্টাসাধনাও করে। দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষুধার্তও থাকে, বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করে কিন্তু আধ্যাত্মিকতার আদর্শ তারা দেখাতে পারে না। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে বলেন, لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের কুরবানীর মাংস এবং রক্ত আল্লাহ্র নিকট পৌছায় না। বরং তোমাদের তাকওয়া পৌঁছায়। (আল হজ্জ: ৩৮) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'লা বাকল পছন্দ করেন না বরং তিনি মগজ বা মূল বিষয় চান। প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি মাংস এবং রক্ত না পৌছায় বরং তাকওয়া পৌছায় তাহলে কুরবানী করার আবশ্যকতা কী? একইভাবে নামায, রোযা যদি আত্মিক বিষয়ই হয়ে থাকে তাহলে বাহ্যিকতার কী প্রয়োজন? বসে বসে মনে মনেই নামায পড়ে নিলাম, দোয়া করলাম, কান্নাকাটি করলাম, আল্লাহ্ তা'লার সমীপে যাচনা করলাম যেমনটি পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতে (ইবাদাতের রীতি) ছিল। নামাযের বিভিন্ন অবস্থা, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু, সিজদা– এগুলোর কী প্রয়োজন? তিনি (আ.) বলেন, এর উত্তর হলো, এটি একেবারে প্রমানিত সত্য যে, যারা শরীরকে কাজে লাগানো পরিত্যাগ করে তাদের আত্মা তা মেনে নেয় না। এছাড়া তাদের মাঝে সেই বিনয় ও দাসত্ব সৃষ্টি হতে পারে না যা মূল উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি কেবল দেহকে কাজে লাগায় কিন্তু আত্মাকে এতে সম্পৃক্ত করে না সে ভয়ানক ভ্রান্তিতে নিপতিত আর এই যোগীরা এমনই হয়ে থাকে। তারা নিজের দেহকে কাজে লাগায় ঠিকই কিন্তু আত্মার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। আল্লাহ তা'লা আত্মা ও দেহের পরস্পরের মাঝে একটি সম্পর্ক রেখেছেন আর দেহের প্রভাব আত্মার ওপর পড়ে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি কৃত্রিমভাবে কান্না করতে চায় তাহলে একসময় তার কান্না এসেই যাবে আর একইভাবে যে কৃত্রিমভাবে হাসতে চাইবে অবশেষে তার হাসি চলেই আসবে। অনুরূপভাবে নামাযে দেহ যে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়, যেমন দাঁড়ানো বা রুকু করা– এসব অবস্থায় একইসাথে আত্মার ওপরও পভাব পড়ে। আর দেহের মাঝে যেরূপ বিনীত ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে অনরূপ (অবস্থা) আত্মাতেও সৃষ্টি হবে। বিনয় ও নম্রতা দেহে যেমন থাকে আত্মাতেও তেমনই অবস্থার সৃষ্টি হয়। মোটকথা নিছক সিজদা আল্লাহ তা'লা গ্রহণ করেন না। যদি নিছক সিজদা করে আর এতে কোনো বিনয়, নম্রতা ও সমর্পন না থাকে, অর্থাৎ আত্মাও সমভাবে সঙ্গা না দেয় তাহলে নিছক সিজদা আল্লাহ তা'লা গ্রহণ করেন না। কিন্তু সিজদার সাথে আত্মার একটি সম্পর্ক রয়েছে এজন্য সিজদা হলো নামাযের চূড়ান্ত মার্গ। মানুষ যখন বিনয়ের চূড়ান্ত মার্গে উপনীত হয় তখন সে সিজদাই করতে চায়। প্রকৃতিগতভাবেই সে পরম বিনয়ের অবস্থা প্রদর্শন করতে চায়। ঝুকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তিনি (আ.) বলেন, এমনকি পশুর মাঝেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কুকুরও যখন তার মনিবকে ভালোবাসে তখন কাছে এসে মনিবের পায়ে নিজ মাথা রেখে দেয় এবং সিজদা আকারে আপন ভালোবাসার সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ করে। এথেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, দেহের সাথে আত্মার এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অনুরূপভাবে আত্মার বিভিন্ন অবস্থার প্রভাবও দেহে প্রকাশিত হয়। আত্মা যখন দুঃখভারাক্রান্ত হয় তখন দেহেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, অশ্রু ও মালিন্যভাব প্রকাশিত হয়। শরীর নিস্তেজ ও নির্জীব লাগে। যদি আত্মায় দুঃখ থাকে, কোনো মানুষের মনে যদি কষ্ট থাকে তাহলে দেহকেও ক্লান্তশ্রান্ত দেখা যায়, শরীর নিস্তেজ ও মনমরা থাকে আর তার কি অবস্থা হয়েছে তা অন্যদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে যায়। কোনো সভায় তার বসতে মন চায় না। কোনো বৈঠকে বসলে সবাই জিজ্ঞেস করতে থাকে, কী হয়েছে? তিনি (আ.) বলেন, যদি আত্মা ও দেহের পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্ক না থাকত তাহলে এমন কেন হয়? রক্ত সংঞ্চালনও হৃদপিণ্ডের অন্যতম কাজ কিন্তু এতেও কোনো সন্দেহ নেই, হৃদপিণ্ড দেহ সিঞ্চিত রাখার জন্য ইঞ্জিনের ভূমিকা পালন করে। রক্ত সঞ্চালিত হয় হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে কিন্তু হৃদপিণ্ড একটি ইঞ্জিন হিসাবে চলছে। এর সম্প্রসারণ ও সংকোচনের ফলেই সবকিছু হয়।" হৃদপিণ্ডের পাম্পের মাধ্যমেই সবকিছু হয়।

"মোটকথা, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উভয় ধারা সমান্তরালে চলে। হৃদপিণ্ড কখনো সম্প্রসারিত হয় আবার কখনো সংকুচিত হয় আর এটিই দৈহিক পুরো ব্যবস্থাপনাকে পরিচালিত করে, এর মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালনও হয়। তিনি (আ.) বলেন, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা এভাবেই সমভাবে পরিচালিত হয়। আত্মায় যখন বিনয় সৃষ্টি হয় তখন দেহেও তা সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্য আত্মায় যখন সত্যিই বিনয় ও আনুগত্য থাকে তখন দেহে এর প্রভাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে আর একইভাবে অন্য কোনো প্রভাব যদি দেহে পড়ে সেক্ষেত্রে আত্মাও এর দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লার সকাশে যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন দৃঢ় প্রত্যয় ও বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ করা আবশ্যক।

যদিও এ সময় বাহ্যত এটি এক ধরনের কপটতা হয়ে থাকে, অর্থাৎ মন না চাইলেও জোরপূর্বক বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো তো একধরনের নিফাক বা কপটতাই বটে, কিন্তু এরপরও করতে হবে। কেননা ধীরে ধীরে এই প্রভাব স্থায়ী হয়ে যায়, অভ্যাসে পরিণত হয় আর এরপর আত্মা ও দেহ উভয়ে একযোগে কাজ করা আরম্ভ করে। তিনি (আ.) বলেন, আর আসলেই আত্মার মাঝে সেই বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হতে থাকে।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২০–৪২২)

আর এ অবস্থা যখন সৃষ্টি হওয়া শুরু হয় তখন মানুষ নামাযে স্বাদও পেতে থাকে। সে কেবল নিজের মতলবের জন্য খোদা তা'লার সমীপে উপস্থিত হয় না বরং খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসার খাতিরে নামাযের প্রতি মনোযোগী হয়।

এরপর আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "কিছু লোক বলে আমরা নামাযে স্বাদ পাই না। কিন্তু তারা জানে না স্বাদ লাভ করা নিজ ইচ্ছাধিন নয়। আর স্বাদের মানদণ্ডও ভিন্ন। এমনও হয় যে, এক ব্যক্তি চরম কষ্টে নিপতিত থাকে কিন্তু সে এই কষ্টকেও স্বাদই মনে করে নেয়। তিনি (আ.) যখন এ কথাগুলো বলছিলেন তখন ট্রান্সওয়ালের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল। তাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি (আ.) বলেন, "ট্রান্সওয়ালে যুদ্ধে যে মানুষ যুদ্ধ করছে যদিও এতে প্রাণ যায় এবং নারীরা বিধবা ও শিশুরা এতিম হয়, কিন্তু জাতির প্রতি আত্মাভিমান ও এর সুরক্ষার বিষয়টি তাদের এক স্বাদ ও আনন্দের সাথে মৃত্যুর মুখে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির জন্য তারা ত্যাগ স্বীকার করছে।

"তাদের জাতির প্রতি আত্মাভিমান ও এর প্রতিরক্ষা আনন্দের সাথে মৃত্যুর মুখে নিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে জাতি তাদের পরিশ্রম ও জীবন উৎসর্গের মূল্যায়ন করছে। যেখানে জাতীয় স্বার্থ (সবার কাছে) অভিন্ন। উদ্দেশ্য তো একই। একাংশ ত্যাগ স্বীকার করছে আর অন্যরা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে, তাদের মূল্যায়ন করছে। তাহলে তাদের পরিশ্রমের মূল্যায়ন কেন করা হয়? তাদের দুঃখ ও কষ্টের কারণে। যেহেতু তারা কষ্ট সহ্য করছে তাই তাদের মূল্যায়ন করা হয়। তাদের পরিশ্রম ও প্রাণ উৎসর্গের কারণে তাদের মূল্যায়ন করা হয়। তারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কষ্ট সহ্য করছে।

" মোটকথা, সকল স্বাদ ও প্রশান্তি দুঃখের পর আসে। এজন্যই পবিত্র কুরআন এই নীতি বলেছে, ইন্না মাআল উসরে ইউসরা (সূরা ইনশিরাহ–৭)। যদি কোনো প্রশান্তির পূর্বে কষ্ট না থাকে তাহলে সেই প্রশান্তি কোনো প্রশান্তি ই নয়। তেমনিভাবে যারা বলে, ইবাদতে আমরা স্বাদ পাই না, তাদের প্রথমে নিজেদের অবস্থান থেকে চিন্তা করা উচিত যে, তারা ইবাদতের জন্য কতটুকু দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করছেন।"

যদি স্বাদ না পায় তাহলে তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত, তারা ইবাদতের জন্য কি কোনো কষ্ট সহ্য করেছেন? মানুষ যত দুঃখকষ্ট সহ্য করবে সেটাই দৃশ্যপট পরিবর্তনেরপর স্বাদে পরিণত হয়। তিনি (আ.) বলেন, আমার বলার অর্থ সেসব কষ্ট নয় যা মানুষ নিজেকে অনর্থক কষ্টে নিপতিত করে এবং অসহনীয় কষ্ট সহ্য করার দাবি করে।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২২–৪২৩)

বরং আমার বলার অর্থ হলো, মানুষ যেন সময়মতো নামাযগুলো পড়ার জন্য এর সকল শর্ত ও অনুসঙ্গাসহ পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে আদায় করার চেষ্টা করে। এছাড়া নিজেদের ঘুমও বিসর্জন দেয় এবং নিজেদের ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ত্যাগ স্বীকার করে সময়মতো নামায আদায় করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লার ভয় যেন হৃদয়ে সৃষ্টি করে।

কিছু লোক এমন রয়েছে যারা নিজেরা কোনো প্রকার কষ্ট সহ্য করে না অথবা সহ্য করতে চায় না আর মনে করে, অন্যদের দ্বারা দোয়া করিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হলে অনেক সময় উত্তর থেকে জানা যায়, পাঁচ বেলার নামাযও নিয়মিত পড়ে না। একবার এক পুত্র নিজ পিতার ব্যাপারে দোয়া করার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–কে দোয়ার উদ্দেশ্যে বলে, আর এই দোয়া কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের জন্য ছিল না বরং তার ধর্মের ব্যাপারে ছিল। এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মনোযোগ সহকারে তুমি দোয়া কর। তুমি নিজে মনোযোগ সহকারে দোয়া কর। পিতার দোয়া যেমন পুত্রের জন্য কবুল হয় একইভাবে পুত্রের দোয়াও পিতার পক্ষে কবুল হয়। সে ব্যক্তিকে তিনি (আ.) বলেন, আপনিও যদি মনোযোগ দিয়ে দোয়া করেন তাহলে তখন আমার দোয়ারও প্রভাব পড়বে।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৭–১৮৮

নিজে দোয়া করবে তাহলে আমার দোয়ারও প্রভাব পড়বে নতুবা কিছুই হবে না। সুতরাং দোয়ার যারা আবেদন করেন তারা কেবল অন্যদের

দোয়ার ওপরই নির্ভর করবেন না বরং নিজেও মনোযোগ দিয়ে দোয়া করবেন।

ইবাদতে স্বাদ লাভের পদ্ধতির ব্যাপারে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, স্মরণ রেখো! মানুষ যখন খোদা তা'লার খাতিরে নিজের প্রিয় বিষয়াদি যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় এবং তাঁর অভিপ্রায়ের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো পরিত্যাগ করে নিজেকে কষ্টের মধ্যে নিপতিত করে, তখন যে দেহ এরূপ কষ্ট সহ্য করেছে তার প্রভাব আত্মার ওপরও পড়ে। কী ধরনের কষ্ট? (ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল, কষ্ট স্বীকার করা উচিত; তা কী ধরনের কষ্ট?) অপছন্দীয় বিষয়াদি যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরোধী সেগুলো পরিত্যাগ কর। সেগুলো পরিত্যাগ করতে যদি কষ্টও হয় তবুও সেগুলো পরিত্যাগ কর। যে দেহ এরূপ কষ্ট-কাঠিন্য সহ্য করে তার আত্মার ওপরও এর সুপ্র ভাব পড়ে এবং সেই (আত্মা)ও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একই সাথে নিজের ভেতর পরিবর্তন করতে শুরু করে, এমনকি পূর্ণ আনুগত্য ও বিনয়ের সাথে অবলীলায় মহান স্রষ্টার দরবারে লুটিয়ে পড়ে। (এভাবে যখন কষ্ট সহ্য করবে, আল্লাহ্‌র খাতিরে কিছু বিষয় পরিত্যাগ করবে তখন আত্মার ওপর এর প্রভাব পড়বে। আর যখন আত্মার ওপর এর প্রভাব পড়বে তখন সেই আত্মা নামায, সিজদা, রুকু প্রভৃতিতে আল্লাহ্‌র সমীপে লুটিয়ে পড়বে। এটি হলো ইবাদতে স্বাদ লাভ করার পদ্ধতি।)

তিনি (আ.) বলেন, তোমরা হয়তো দেখে থাকবে, এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা ইবাদতে স্বাদ লাভের উপায় বলতে এটিকেই মনে করে যে, কিছু গান গেয়ে নিল বা বাদ্যযন্ত্র বাজাল আর এটিকেই তার ইবাদত বলে মনে করে। (চোখ বুজে মুরাকাবা, অর্থাৎ ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যায় আর মনে করে, এটিই ইবাদত হয়ে গেছে! কিংবা গান শুনে মনে করে এতেই ইবাদত হয়ে গেছে।) তিনি (আ.) বলেন, এথেকে প্রতারিত হইও না! এসব বিষয় প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির উপায় গণ্য হতে পারে, কিন্তু আত্মার স্বাদ লাভের কোনো বিষয় এগুলোতে নেই। এগুলোর মাধ্যমে আত্মার মাঝে নম্রতা ও বিনয়ের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় না এবং ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, নর্তকীদের আসরেও একজন মানুষ এরূপ আনন্দ লাভ করে থাকে; তবে কি তা ইবাদতের স্বাদ বলে গণ্য হয়? এটি সূক্ষ্ম বিষয় যা অন্যান্য জাতি বুঝতেও অক্ষম, কেননা তারা ইবাদতের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতেই পারে নি।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩-৪২৪

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বিশ্বস্ততা এবং খোদা তা'লার খাতিরে স্বহস্তে নিজেকে কষ্টের মাঝে নিপতিত করা ও এর প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারের উপমা দিয়ে তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের পথ হলো, তাঁর জন্য সততা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করা। হযরত ইব্রাহীম (আ.) যে নৈকট্য অর্জন করেছেন তা একারণেই করেছিলেন। বস্তুত (আল্লাহ্) বলেন, وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى (সূরা নজম: ৩৮) অর্থাৎ ইব্রাহীম হলো সেই ব্যক্তি যে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে। খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ত তা, সততা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন এক মৃত্যু চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পৃথিবী ও এর যাবতীয় কামনা বাসনা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত না হবে এবং সব রকম লাঞ্ছনা, কষ্ট ও কাঠিন্য খোদার খাতিরে সহ্য করতে প্রস্তুত না হবে- এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে পারে না। মানুষের কোনো গাছ বা পাথরকে পূজা করাটাই কেবল মূর্তিপূজা নয়, বরং প্রত্যেক এমন বস্তু যা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনে বাধা দেয় ও সেটির তুলনায় অগ্রগণ্য হয়ে দাঁড়ায় তাও প্রতিমা। মানুষ নিজের ভেতর এত বেশি প্রতিমা ধারণ করে রাখে যে, সে জানেও না যে, আমি মূর্তিপূজা করছি। বস্তুত যতক্ষণ কেউ একান্তই খোদা তা'লার হয়ে না যায় এবং তাঁর পথে সব রকম কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া কঠিন। ইব্রাহীম (আ.) যে এই উপাধি পেয়েছেন, তা কি এমনিই পেয়েছিলেন? না! وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى (সূরা নজম: ৩৮) ধ্বনি তখন উচ্চারিত হয়েছে যখন তিনি নিজ পুত্রকেও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা কর্ম দেখতে চান এবং কর্মের মাধ্যমেই সন্তুষ্ট হন আর কর্ম কষ্টের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। কিন্তু মানুষ যখন খোদার জন্য দুঃখ সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন খোদা তা'লা তাকে দুঃখেও নিপতিত করেন না। দেখো! ইব্রাহীম (আ.) যখন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালনার্থে স্বীয় পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হন এবং পূর্ণ প্র স্তুতি গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ্ তা'লা তার পুত্রকে রক্ষা করেন। তিনি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন কিন্তু আগুন তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারে নি।

আল্লাহ্ তা'লার পথে কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে গেলে খোদা তা'লা দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করেন। আমাদের হাতে দেহ আছে কিন্তু রূহ বা আত্মা নেই। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের হাতে দেহ আছে কিন্তু রূহ বা আত্মা নেই। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আত্মার সাথে দেহের সম্পর্ক রয়েছে আর দৈহিক বিষয়াদির প্রভাব আত্মার ওপর অবশ্যই পড়ে। এজন্য কখনোই মনে করা উচিত নয় যে, আত্মার ওপর দেহের কোনো প্রভাব পড়ে না। মানুষ যেসব কাজ করে তা এই সমন্বিতরূপেই হয়ে থাকে, অর্থাৎ দেহ ও আত্মা উভয়ের মিলনের ফলে হয়। পৃথক দেহ কিংবা একা আত্মা কোনো ভালো বা খারাপ কাজ করে না। এজন্য পুরস্কার বা শাস্তির ক্ষেত্রেও উভয়ের সম্পর্কের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে। কোনো কোনো মানুষ এ রহস্যটি না বুঝার কারণেই আপত্তি করে বসে (আর বলে,) মুসলমানদের জান্নাত বস্তুগত। অথচ তারা এতটুকু বুঝে না যে, আমল করার ক্ষেত্রে যখন দেহ সাথে ছিল তখন প্রতিদান দেওয়ার সময় কেন পৃথক করা হবে? মোটকথা কঠিন বা সহজ এ দুই পথই পরিত্যাগ করে ইসলাম এর মাঝামাঝি পথ বাতলে দিয়েছে। এদুটোই ভয়ঙ্কর বিষয়, এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। শুধুমাত্র দৈহিক কষ্ট ভোগে কিছুই লাভ হয় না আবার কেবল আরাম করেও কোনো ফলাফল সৃষ্টি হয় না।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৯-৪৩০)

দেহকে কষ্টে নিপতিত করেও কোনো লাভ হয় না আর কেবল আরাম করলেও কোনো উপকার হবে না। আত্মা ও শরীরের সমন্বয় ঘটানো আবশ্যক।

দোয়া করার সময়ও পরীক্ষা এসে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর জাতির ওপর কীভাবে পরীক্ষা এসেছে এবং (তা কীভাবে) দীর্ঘ হয়েছে?- এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলেন,প্রতিটি কাজের জন্য একটি (নির্ধারিত) সময় থাকে আর সৌভাগ্যবান লোক এর অপেক্ষা করে। কিন্তু যারা অপেক্ষা করে না এবং চোখের পলকে এর ফলাফল লাভের আশা করে তারা ত্বরা-প্রবণ হয়ে থাকে আর তারা সফলকাম হতে পারে না। আমার মতে এটিও সম্ভব এবং হয়েও থাকে যে, দোয়া করার সময় পরীক্ষারূপে আরো পরীক্ষা আসে।

যেমন- হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আসেন তখন ফেরাউন তাদেরকে প্র থমে মিশরে যে কাজটি দিয়েছিল তা হলো অর্ধদিবস তারা ইট বিছাবেআর বাকি অর্ধ দিবস নিজেদের কাজ করবে। তাদের অর্ধদিবসের ছুটি ছিল আর অর্ধদিবস ফেরাউনের কাজ করতে হতো। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করলে দুষ্টদের পক্ষ থেকে দুষ্টমি করে বনী ইসরাঈলের কাজ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। শাস্তিস্বরূপ কী হয়? তাদের নির্দেশ দেয়া হয়, অর্ধদিবস তোমরা ইট বিছাবে আর অর্ধদিবস ঘাস নিয়ে আসবে। সেটিও ফেরাউনেরই কাজ হবে। তাদের কাছে নিজেদের জন্য কোনো সময় ছিল না। এ নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে তা অবগত করেন তখন তারা, অর্থাৎ তাঁর জাতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, হে মূসা! খোদা আপনাকেও সেই কষ্ট দিন যা আমরা পেয়েছি। তারা মূসা (আ.)কে আরো বদদোয়া দেয়। অথচ মূসা (আ.) তাদেরকে কেবল একথাই বলেন যে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। তওরাতে এসব ঘটনা লিখা রয়েছে। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) যতই তাদেরকে শান্ত্বনা দিতেন ততই তারা আরো উত্তেজিত হতো। অর্থাৎ আরো বেশি রাগান্বিত হতো। অবশেষে যা হয় তা হলো মিশর থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, অর্থাৎ সেখান থেকে হিজরাত করার সিদ্ধান্ত হয় আর মিশরবাসীর যে সমস্ত কাপড়, বাসনপত্র ইত্যাদি নিয়েছিল তা তারা সাথে নিয়ে নেয়। যা কিছু তারা পেয়েছিল সেগুলোও সাথে নিয়ে নিয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) যখন (তাঁর) জাতিকে সাথে নিয়ে বের হয়ে আসেন তখন ফেরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে। বনী ইসরাঈল যখন দেখে ফেরাউনের সেনাবাহিনী তাদের কাছাকাছি (পৌঁছে গেছে) তখন তারা খুব অস্থির হয়ে যায়। যেভাবে পবিত্র কুরআনে লিখা রয়েছে, তখন তারা চিৎকার করে বলে, اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ অর্থাৎ হে মূসা! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। কিন্তু নবুয়্যতের দৃষ্টিতে পরিণাম দর্শনকারী মূসা (আ.) তাদেরকে কেবল এটিই উত্তর দেন যে, كَلَّآ اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ , অর্থাৎ কক্ষনো নয়, আমার প্রভু আমার সাথে আছেন।

তওরাতে লিখা রয়েছে, তারা আরো বলে, মিশরে কি আমাদের জন্য কবর ছিল না? এই অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো পিছনে ফেরাউনের সেনাবাহিনী আর সামনের দিকে ছিল নীল নদ। তারা বলছিল, আমরা যদি মিশরেই থাকতাম তবে সেখানেও মরতে হতো (আর) সেখানেই দাফন হয়ে যেতাম। তারা তো ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছিল, কেননা সামনে (নীল) নদ আর পেছন দিকে রয়েছে সেনাবাহিনী যারা আমাদের সবাইকে হত্যা করবে। (তারা) ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিল। তিনি (আ.) বলেন, তারা দেখছিল, তারা পিছনে গিয়েও বাঁচতে পারবে না আর সামনে এগিয়েও না। কিন্তু মহান আল্লাহ্ হচ্ছেন মহা পরাক্রমশীল সর্বশক্তিমান খোদা। নীল নদের মধ্যে দিয়ে তারা রাস্তা পেয়ে যায় এবং গোটা বনী

ইসরাঈল জাতি নিশ্চিন্তে (নীল নদ) পার হয়ে যায়, কিন্তু ফেরাউনের সেনাদল (নীল নদে) ডুবে মরে। এহেন পরিস্থি তে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য রাস্তা তৈরী করে দিয়েছেন যা একটি মহান মো'জেযা ছিল আর মুত্তাকীর সাথে এমনটিই হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক দুঃখকষ্ট থেকে সে মুক্তির পথ পায়। ইয়াজয়াল্লাহু মুখরাজান, তিনি তার জন্য নিস্কৃতির কোন পথ করে দিয়ে থাকেন}।"মোটকথা দোয়া এবং এর কবুল হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে কখনো কখনো পরীক্ষার পর পরীক্ষা আপতিত হয় আর এমন কঠিন পরীক্ষাও আপতিত হয় যা কোমর ভেঙ্গে দেয়ার মতো হয়। কিন্তু অবিচল ও দৃঢ়চিত্তের অধিকারী সৎ প্রকৃতির মানুষ এসব পরীক্ষা এবং কষ্টের মাঝেও নিজ প্রভুর নানাবিধ অনুগ্রহের সৌরভ লাভ করে এবং বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে দেখে যে, এরপর সাহায্য আসতে যাচ্ছে।

এসব পরীক্ষা আসার পিছনে একটি রহস্য হলো, এতে দোয়ার জন্য এক আবেগ এবং উচ্ছ্বাস হৃদয়ে দানা বাঁধে। কেননা ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা যত বেশি বৃদ্ধি পাবে হৃদয় ততই বিগলিত হবে আর এটি হলো দোয়া গৃহীত হওয়ার উপকরণগুলোর একটি।" বিগলন, আহাজারি ও দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া এ বিষয়ের প্রমাণ যে, আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল করতে চান। "কাজেই, মনোবল হারানো উচিত নয় আর অধৈর্য এবং ব্যাকুলতার বশবতী হয়ে আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে কু -ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। আমার দোয়া কবুল হবে না বা হয় না এমন ধারণা কখনোই করা ঠিক নয়।" তিনি (আ.) বলেন, "এমন ধারনা করার ফলে আল্লাহ্ তা'লার এই গুণের অস্বীকার করা হয়ে যায় যে, তিনি দোয়া কবুলকারী।"

(মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩৩-৪৩৫, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে (মানুষ) নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হয়। এছাড়া যেভাবে আমি বলেছি, বর্তমানে ধর্ম এবং খোদা তা'লার বিরুদ্ধবাদীদের মনোযোগ কেবল এই দিকেই নিবদ্ধ রয়েছে যে, (মানুষের) হৃদয়ে যেন খোদা তা'লা তোমাদের কী দিয়েছেন, ধর্মে র উপকারীতা কী?- এ চিন্তাধারার উদ্রেগ ঘটানো যায়। ধর্ম (মানুষকে) অলস বানিয়ে দেয়, ধর্ম (মানুষের) মস্তিষ্কে মনগড়া বিষয় সৃষ্টি করে। এমন অবস্থায় প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো আল্লাহ্ তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা। (কেবল) সাময়িক কিংবা প্রয়োজনের সময়ই যেন (আল্লাহ্ তা'লার সাথে) সম্পর্ক না রাখা হয় এবং ইবাদত না করা হয়। বরং শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায়ও যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক অটুট থাকে এবং নিজেদের ইবাদত হিফাজত করা হয় আর দোয়া (কবুলিয়্যতের) বিষয়ে যেন দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। অতএব এই হলো একজন আহমদীর দায়িত্ব আর এরই নাম বয়আতের দাবি পূরণ করা।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমাদের জামা'তের সদস্যদের জন্য আবশ্যিক বিষয় হলো, তাদের ঈমান যেন বৃদ্ধি পায় এবং খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস ও তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় আর পুণ্যকর্মে শিথিলতা ও অলসতা যেন সৃষ্টি না হয়। কেননা শিথিলতা সৃষ্টি হলে ওযু করাকেও একটি আপদ মনে হয়, তাহাজ্জুদ নামায তো অনেক পরের বিষয়।"

তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য জাগ্রত হওয়া অনেক বড় বিষয়, সাধারণ (পাঁচ বেলার) নামায পড়াই কঠিন মনে হয়। তিনি (আ.) বলেন, যদি সৎকর্মের শক্তি সৃষ্টি না হয় আর পুণ্যকর্মে অগ্রগামী হওয়ার প্রেরণা না থাকে, (অর্থাৎ তোমার মাঝে যদি পুণ্যকর্মে অগ্রসর হওয়ার উদ্দীপনা না থাকে) তাহলে আমাদের সাথে সম্পর্ক গড়া নিরর্থক।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১০-৭১১, নব সংস্করণ)

অতএব গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করতে হবে আর যখন এই সত্যিকার সম্পর্ক সৃষ্টি হবে তখন দোয়ার কবুলিয়্যতের দৃশ্যও আমরা অবলোকন করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এরও তৌফিক দান করুন।

এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করুন। সেখানে আহমদীদের জন্য অনেক বেশি সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন; সেখানেও আজকাল আবার তাদের মাঝে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারা সমস্যা সৃষ্টি করছে।

একইভাবে অন্যান্য স্থানেও যেখানে যেখানে আহমদীরা সমস্যায় রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক আহমদীকে নিরাপদে রাখুন এবং সকল প্রকার উৎকণ্ঠা থেকে রক্ষা করুন আর শত্রুদের বিফল ও নিরাশ করুন।

****

ওয়াকফাতে নও (মেয়েদের) ক্লাস (শেষাংশ)

প্রশ্ন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর প্রতি ইলহাম হয় যে রাশিয়ায় বালুকা রাশির ন্যায় আহমদীয়াত ছড়িয়ে পড়বে। এই ইলহাম পূর্ণ করার জন্য ওয়াকফে নও-এর কি ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি ইতিপূর্বেই বলেছি,আপনারা ওয়াকফে নও। আপনাদের কর্তব্যাবলী কি তা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। প্রায় ৫-৭ বছর পূর্বে আমি কানাডায় ওয়াকফে নওদের কর্তব্যাবলী সম্পর্কে একটি বিস্তারিত খুতবা দিয়েছিলাম।

প্রথমে নিজেদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন। আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দৃষ্টান্ত করুন। প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ রাখবেন। এরপর আপনার কাজ হল তবলীগ করা। তাই আপনি যদি রাশিয়া যাওয়ার সুযোগ পান, আল্লাহ্ করুক আমরা যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাই, তবে এর পর রাশিয়ানরাও এমন এক ব্যবস্থাপনা অনুসন্ধানের চেষ্টা করবে যা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। বর্তমানে তাদেরকে তবলীগ করার চেষ্টা করা উচিত। প্রথম বিষয় হল আত্ম-সংশোধন এবং দ্বিতীয় বিষয় হল তবলীগ করা।

প্রশ্ন: আমি একজন নার্স হওয়ার চেষ্টা করছি। এই কাজটি কি জামাতের সেবার জন্য ভাল?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যে কাজ মানবতার জন্য কল্যাণকর তা নিঃসন্দেহে মহৎ কাজ। এই কাজের মাধ্যমে আপনি যদি মানবতার সেবা করতে পারেন তবে জামাতেরও সেবা করবেন। চিকিৎসক, নার্স, শিক্ষক বা মানবসেবামূলক যে কোনও কাজ ওয়াকফে নওদের জন্য ভাল। কিন্তু আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে হবে আত্মসংশোধন করা। নিজেদের মধ্যে বড় পরিবর্তন আনা আর আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখা উচিত। আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দিক থেকে আপনাকে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হতে হবে।

হিবাতুস সুবুহ নামে এক ওয়াকফা নও প্রশ্ন করে যে, ভাল বন্ধু তৈরী করতে এবং ভাল বন্ধু হওয়ার জন্য হুযুর আনোয়ারের উপদেশ কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি একজন আহমদী মেয়ে। একজন আহমদী মুসলমান মেয়ে হিসেবে ভাল ও মন্দের মাঝে পার্থক্য আপনি জানেন। আপনি নিজের কর্তব্য ও আল্লাহ্ তা'লার বিধি নিষেধ সম্পর্কে অবগত আছেন। আপনার এও জানা আছে যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দুটি উদ্দেশ্যে নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। এক, হুকুকুল্লাহ্, দ্বিতীয়টি হল হুকুকুল ইবাদ। তাই আপনি যদি এই সব কিছু মেনে চলেন তবে আপনি ভাল মেয়ে। আপনার মধ্যে এই গুণগুলি থাকলে আপনি সেই মেয়েদেরকে বন্ধু বানাবেন যারা উন্নত চরিত্রের। আপনি কখনই মন্দ মেয়েদেরকে বন্ধু বানানোর চেষ্টা করবেন না। আর এই বিষয়গুলি আপনার জন্যও প্রযোজ্য হবে। যখন আপনার মধ্যে এই গুণগুলি বিকশিত হবে তখন মেয়েরা আপনাকে ভাল বন্ধু হিসেবে দেখবে।

মালাহাত খান নামে এক ওয়াকফে নওএর প্রশ্ন: এই পরিবেশে মায়েরা তার ছেলেদের কিভাবে প্রতিপালন করবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি আগেও বলেছি যে, সন্তানের তরবীয়ত কিভাবে করা যায়। আপনার জন্যও একই নির্দেশনা থাকবে। আমার আগের দেওয়া নির্দেশ আপনি মেনে চললে আপনার জন্য কল্যাণকর ও উপযোগী হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন,

"তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, তোমাদের সমস্ত উন্নতি খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম হবে এবং খেলাফতকে কায়েম রাখবে না, সেদিন তোমাদের ধ্বংস ও বিনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এ সত্যকে অনুধাবন করো এবং খেলাফতের এ নেযামকে কায়েম রাখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী যদি সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না। তোমাদের মোকাবেলায় তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে থাকবে। যতদিন তোমরা একে (নেযামে খেলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততদিন পৃথিবীর কোন বিরোধিতাই ফলপ্রসূ হবে না।"

(দরসে কুরআন, পৃষ্ঠা: ৭৩, প্রকাশিত ১৯২১ইং)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

এরপর বইটি সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন: এই পুস্তকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রমাণ করেছেন যে ঈসা (আ.) ক্রুশ থেকে জীবিত রক্ষা পেয়েছিলেন, অতঃপর তিনি ভারতে হিজরত করে আসেন। অনেক ইতিহাসবিদ একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে বাস্তবে এমনটিই ঘটেছিল।

শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি যে ধর্মের অনুসারীই হন না কেন, মানবতার শিক্ষার প্রতি আপনার শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত আর এভাবে প্রত্যেকের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে পৃথিবীতে সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারি। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা একথাই বলেছেন, তাঁর বাণী হল, আপনার ধর্ম যাই হোক না কেন, কিন্তু মূলকথা হল সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর অধিকার দিতে হবে। এটিই হল মুসার মসীহর বাণী আর এটিই মহম্মদী মসীহর বাণী।

কংগ্রেস ম্যান হযরত আকদস (আ.)-এর বইটি সঙ্গে করে এনেছিলেন। তিনি হুযুরকে বইটির উপর স্বাক্ষর করে দিতে অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধে হুযুর বইটিতে স্বাক্ষর করেন এবং ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত হন।

গণসাক্ষাৎ

সাক্ষাতকালে ম্যাকডরম্যাট নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন: আমি আপনাদের জামাতের মানুষকে আমার জায়গার পাশে পার্কিং করার জন্য দিয়েছি। জামাতের মানুষ এই একটুকরো জমির জন্য আমার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই এলাকায় আপনার কতটা জমি আছে। তিনি বলেন, ৪০০ একর জমি আছে যেখানে তিনি চাষাবাদও করেন। এই জমি আমি মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। মায়ের ওসিয়্যত ছিল যে, ১২০ একর শহর প্রশাসনকে পার্ক তৈরীর জন্য দিয়ে দিও। বাকি ৪০০ একর জমি এখন আমার কাছে আছে। সেখানেই জামাতের মানুষ গাড়ি পার্ক করছে।

একজন অতিথি বলেন, আমার শেকড় পাকিস্তানে। পাকিস্তানে আহমদীদের উপর নির্যাতন চলছে। আপনি আহমদীদেরকে অবিচল থাকার জন্য কি নির্দেশ ও বার্তা দিয়ে থাকেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি সুদৃঢ় ঈমান থাকে তবে আপনি অবিচল থাকবেন। ইসলামের প্রারম্ভিক ইতিহাসে চোখ রাখলে আপনি দেখবেন, মক্কার প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হত, কিন্তু সেই উৎপীড়ন সত্ত্বেও তাঁরা ঈমানে অবিচল ছিলেন। তাই আজকেও এই ধরণের নির্যাতন ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও আপনি নিজের অবস্থান সঠিক এবং সত্যের উপর বলে বিশ্বাস করেন, তবে আপনি অবিচল থাকতে পারবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিছু মানুষ এমন থাকেন, এক শতাংশেরও কম, যারা অত্যাচার সহ্য করতে পারে না, তারাই পশ্চাদপদ হয়ে যায়। আমাদের আহমদীদের শহীদ করা হয়েছে, জেলে পোরা হয়েছে, প্রহার করা হয়েছে,তাদের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছে, কিন্তু এই সব কিছুই তারা মুখ বুজে সহ্য করছে এবং বেঁচে আছে।

সন্দীপ শ্রীবাস্তব নামে এক অতিথি বলেন, তিনি ভারতের লক্ষ্ণৌ শহরের মূল নিবাসী, বর্তমানে তিনি টেক্সাস জেলা-৩-এর কংগ্রেস প্রার্থী। হুযুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি কি জিতবেন বলে আশা করেন? ভদ্রলোক বলেন, হুযুরের দোয়া পেলে জিতে যাব।

পুলিশ চিফ ব্রায়ান হার্ভেকে হুযুর আনোয়ার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, আপনার কমান্ডে পুলিস অনেক সহায়তা করছে।

আযফার মঈন সাহেব টেক্সাস ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক। তিনি বলেন: আমি সুফিবাদের বিষয়ে শিক্ষাদান করি। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি আহমদীয়াতের বই পুস্তকও অধ্যায়ন করুন। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তকও পাঠ করুন। এ বিষয়ে তিনি অনেক কিছু লিখেছেন।

ডক্টর বশীর আহমদ নামে এক অতিথি বলেন: আমি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করেছি, যেখানে আহমদী, সুন্নী, শিয়া এবং অন্যান্য ফির্কাদের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসল কথা হল বিভিন্ন ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, আলোচনা করা এবং শান্তি ও সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করা উচিত। ডক্টর বশীর আহমদ সাহেব তাঁর নিজের রচিত দুটি পুস্তক সঙ্গে করে এনেছিলেন। একটি বই তিনি হুযুরকে তুলে দেন এবং একটি নিজের কাছে রাখার জন্য হুযুরের স্বাক্ষর করিয়ে নেন।

গণসাক্ষাৎ

অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর মাননীয় আমজাদ মাহমুদ খান সাহেব (ন্যাশনাল সেক্রেটারী, আমুরে খারজা, যুক্তরাষ্ট্র) পরিচিতিমূলক বক্তব্য রাখেন। এরপর এ্যালেন শহরের কাউন্সিল মেম্বার মাননীয় কার্ল ক্লেমেনকিচ নিজের ভাষণে বলেন: আজ বায়তুল ইকরাম মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পারা অনেক বড় সম্মানের বিষয়। এই মসজিদ এলেন শহরের হেজকক্স রোডে অবস্থিত। আমি শহরের মেয়র হিসেবে এবং কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জামাত আহমদীয়াকে এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য সাধুবাদ জ্ঞাপন করছি। জামাত আহমদীয়ার সদস্যগণ এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সদস্যরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। কেননা, জামাতে আহমদীয়ার সর্বোচ্চ নেতা স্বয়ং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। এ্যালেন শহরের জন্য এটি একটি বিশেষ মুহূর্ত, ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যার পাশাপাশি এই শহরের বৈচিত্রও বৃদ্ধি পেয়েছে এর এক্ষেত্রে জামাতের বিশেষ অবদান রয়েছে। এখানে প্রায় দুই দশক থেকে আহমদীদের উপস্থিতি রয়েছে আর তারা আমাদের সমাজের মূল স্রোতে মিশে গেছে। আমরা জামাতের সেবামূলক কার্যকলাপগুলিকে সমাদরের দৃষ্টিতে দেখি। যেমন অভাবপীড়িতদের জন্য খাদ্য বিতরণ করা, অভাবীদের জন্য বস্ত্র একত্রিত করা, বিভিন্ন বিপদের সময় অভাবীদের জন্য বাসস্থান তৈরী করে দেওয়া ইত্যাদি কর্মসূচি এর অন্তর্ভুক্ত। যাবতীয় এই কার্যকলাপের নেপথ্যে হুযুরের ভূমিকা ও নেতৃত্ব ক্রীয়াশীল রয়েছে। তাই আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, আপনাদের খলীফা এই সুন্দর মসজিদটির উদ্বোধনের জন্য এই শহরে এসেছেন।

হুযুরের দেওয়া শান্তি, ন্যায় এবং মানবতার সেবার বাণী যা আপনারা সারা পৃথিবীতে প্রচার করছেন, সেই বাণী এই শহরেরও প্রয়োজন। এ্যালেন শহরের সৌভাগ্য যে, শান্তিকামী এবং মানবতার সেবার উদ্বুদ্ধ একটি সম্প্রদায় আমাদের শহরকে আপন করে নিয়েছে এবং এখানে এই সুন্দর মসজিদটি নির্মাণ করেছে। আমার ইচ্ছে, এই মসজিদটি কেবল এই শহরের জন্য না হয়ে সমগ্র অঞ্চলের জন্য আশার কিরণ হয়ে উঠুক। আশা করি, এই মসজিদ এই শহরে এবং অঞ্চলে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সদর্থক ভূমিকা পালন করবে।

বক্তৃতার শেষে তিনি মেয়র এবং শহর কাউন্সিলরের পক্ষ থেকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর হাতে শহরের চাবি তুলে দেন।

এরপর Southern Universities , Methodist School of Theology (Global Theological) প্রফেসর ডক্টর রবার্ট হান্ট নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন:

মেথোডিস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে আজকের এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করার জন্য আমি জামাত আহমদীয়াকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। জামাত আহমদীয়ার পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেবের সঙ্গলাভ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব দুটি বিষয়ের প্রসারের জন্য নিজেকে উৎসর্গিত করেছেন। প্রথমটি হল, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং দ্বিতীয়টি হল আন্তঃধর্মীয় সংকালাপ। এই দুটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কেননা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যদি পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শ্রদ্ধা না থাকে, তবে মতানৈক্য জোরালো হয়ে ওঠে আর একথা বলার পেছনে কারণ হল সাবালক হওয়ার পর আমার প্রায় অর্ধেক জীবন এমন এক দেশে অতিক্রান্ত হয়েছে যেখানে আমি নিজে ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলাম।

এখানে যুক্তরাষ্ট্রে, যেহেতু আমাদেরকে আইন সম্মতভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তা কেবল ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির নয় বরং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের জন্য এই স্বাধীনতাকে বজায় রাখা আবশ্যক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটি মনে করা হয় যে, পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলি যেহেতু ধর্মীয় বিষয়াদিতে জড়িত থাকে না, সেই কারণে তাদের মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে খর্ব করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একথা কোনওমতেই সঠিক নয়। যে কোনও ধর্মের পথভ্রষ্ট অনুসারীরাই ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় শত্রু হয়ে থাকে। সেই সব উন্মাদনা প্রিয় অনুসারীরাই ধর্মীয় স্বাধীনতার সব থেকে বড় শত্রু যারা ধর্মীয় বিভাজন ও দলাদলিকে উৎসাহিত করে। অতএব, আমরা দলাদলি ও ধর্মীয় বিভাজনের আবর্তে আটকে থাকি কিংবা কোনও বিশেষ শ্রেণীর চিন্তাধারা ও মানসিকতা পরিবর্তনের চেষ্টা করি, প্রত্যেকের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা আবশ্যক। ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে যে, জামাত আহমদীয়াকে অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছে আর এই কারণেই জামাত আহমদীয়া এই জামাত ধর্মীয় স্বাধীনতার লড়াইয়ে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও

উদারতাপূর্ণ আচরণ করি, আমরা ভেদাভেদ থেকে মুক্তি পেতে পারি না আর এই সব নেতিবাচক চিন্তাধারাকে সমাজ থেকে মুছে ফেলতে পারব না। আমারেকে একে অপরের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সম্মানের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। অন্যথায় প্রত্যেকেই এই ধর্মীয় স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলবে। আমি আশা করি, এদেশে হুযুরের আগমণ এবং এই মসজিদের গোড়াপত্তন আমাদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এক শান্তিপূর্ণ ও সুশীল সমাজ গঠনের প্রচেষ্টাকে আরও তরান্বিত করবে।

এরপর রিপাবলিক্যান কংগ্রেসের অনারেবল মাইকেল ম্যাকল নিজের ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন: আজ এখানে আসা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্ম-ইহুদিধর্ম, খৃষ্টানধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম-এর সম্পর্ক হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। আজ আমি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে দ্বিতীয় বার সাক্ষাত করলাম আর তিনি বিশ্বাস করেন, হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সঙ্গে জড়িত এই তিনটি ধর্ম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে। এ বিষয়ে জামাত আহমদীয়ার অভিজ্ঞতা অন্য সকলের চেয়ে বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটি সেই জামাত যাদেরকে পাকিস্তানে অন্যায় ও অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত করা হচ্ছে। আর এই কারণেই হুযুর লন্ডনে অবস্থান করছেন। ডক্টর হেনাট যেমনটি উল্লেখ করেছেন, জামাত আহমদীয়া-ই ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার হয়েছে।

তিনি বলেন, আমি হুযুর আনোয়ার-এর সঙ্গে হযরত ঈসা (আ.) এবং জামাত আহমদীয়ার শিক্ষা, নিউ টেস্টামেন এবং ইঞ্জিলের বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। নিঃসন্দেহে আমরা জামাত আহমদীয়ার কাছ থেকে শান্তি, দয়া এবং ভালবাসার মত বিষয়ে অনেক কিছু শিখতে পারি। এক ক্যাথলিক পরিবারে আমার বেড়ে ওঠা আর এখন আমি মার্কিন কংগ্রেসে আহমদীয়া ক্যাকাস-এর চেয়ার ম্যান। এই ক্যাকাসে উভয় দল এবং বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত। আজ সন্ধ্যায় আমি জামাত আহমদীয়ার আধ্যাত্মিক নেতাকে টেক্সাস, ইলিনোস এবং মেরিল্যান্ডে স্বাগত জানাচ্ছি। আর বিশেষ করে পৃথিবীতে শান্তির প্রসার এবং জাতিসমূহের মাঝে ঐক্যতান বজায় রাখা, অহিংসবাদ তথা সন্ত্রাসবাদের অবসান, দারিদ্র নির্মূলীকরণ, অথনৈতিক সাম্য, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য তাঁর প্রচেষ্টাকে আমি সমাদরের দৃষ্টিতে দেখি।

শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জামাত আহমদীয়ার খলীফা প্রথম সারির নেতাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর খুতবা, ভাষণ, বই-পুস্তক এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে শান্তির পথ প্রশস্ত করেন আর ক্রমাগতভাবে মানবতার সেবা এবং মানবাধিকার, শান্তি এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অথচ জামাত আহমদীয়া নিজেই বার বার বিপদ, বৈষম্যমূলক আচরণ, অন্যায় ও অত্যাচারের শিকার হয়। ২০১০ সালের ২৮ শে মে পাকিস্তানের দুটি মসজিদে সন্ত্রাসবাদীরা ৮৮জন আহমদী মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং বহু আহমদীকে মুসলমানকে টার্গেট করে হত্যা করা হয়। অত্যাচার ও নির্যাতনের এই আখ্যান অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও হুযুর অপরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক সহিংসতা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন, যা নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ কাজ।

হুযুর আনোয়ার ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছেন যা ইসলামী শিক্ষার মূলকথা। আর যুক্তরাষ্ট্রের আইনেও একথা বলা হয়েছে। তিনি এই সফরে জিয়ন শহরের প্রথম মসজিদের উদ্বোধন করেছেন। আর আজ এখানে এ্যালেন শহরেও এই মসজিদটির উদ্বোধন করছেন। হুযুর তাঁর বিশ্বব্যাপি সফরে মানবতার সেবার স্পৃহাকে উজ্জীবিত করেছেন আর আর এই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সাংসদ, ও ধর্মগুরুদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। তিনি বার বার বিশ্বনেতাদের বুঝিয়েছেন যে, প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য ন্যায়নীতি অনুশীলন আবশ্যক।

হুযুর পৃথিবীর বহু নিপীড়িত জাতির অধিকারের জন্য সোচ্চার হয়েছেন। ২০০৮, ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৮ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। ২০১২ সালের ২৭ শে জুন ক্যাপিটাল হিলে র‍্যাভার্ন হাউস বিল্ডিংয়ে উভয় পার্টি দ্বারা যৌথভাবে আয়োজিত একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দান করেছিলেন, যেখানে তিনি 'জাতিসমূহের মাঝে ন্যায়নীতিপূর্ণ সম্পর্কই শান্তির পথ' বিষয়ের উপর ভাষণ দান করেছিলেন।

আমাদের বাসনা, তিনি পুনরায় আমাদের রাজধানীতে এসে ভাষণ দিন। তিনি ২০২০ সালে যুক্তরাজ্যের এক মিনিস্ট্যাল কনফারেন্স ভাষণ দেন, যার বিষয় বস্তু ছিল 'ধর্মীয় স্বাধীনতা।' ২০২২ সালে তিনি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সামিট-এর জন্যও একটি বিশেষ বার্তা প্রেরণ করেছেন।

ব্যক্তিজীবন তথা আন্তার্জাতিক স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার আমরা প্রশংসা করি আর সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার প্রতি তাঁর তীব্র নিন্দাবাদকে আমরা কুর্নিশ জানাই। বক্তৃতার শেষে আমরা তাঁর সেই প্রচেষ্টারও প্রশংসা করি যেখানে তিনি জামাত আহমদীয়া মুসলেমাকে তাদের প্রতি হওয়া অন্যায় -অত্যাচার হওয়া সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। হুযুর! আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

হুযুর আনোয়ার (আই.) বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম'দিয়ে বক্তব্য শুরু করে অতিথিদের উদ্দেশ্যে আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ সম্বোধন করেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি সর্বপ্রথম সকল অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই যারা আজ আমাদের আমন্ত্রণে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেছেন। আমাদের এই নতুন মসজিদটির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে, যেখানে মুসলমানরা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করবে, আজকের এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন। এটি একটি খাঁটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানটির আয়োজনও করেছে একটি ইসলামি কমিউনিটি। এই সব কিছু জানা সত্ত্বেও আপনাদের মাঝে অধিকাংশই মুসলমান নন কিম্বা জামাত আহমদীয়া মুসলেমার সদস্য নন। অতএব, আপনাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মধ্যে আপনাদের উদারতা ও বিনম্রতার প্রতিফলন ঘটেছে। আর এই কারণে আপনারা প্রশংসার পাওয়ার দাবি রাখেন বলে আমি মনে করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রশংসাসূচক এই কথাগুলি নেহাত শিষ্টাচার প্রদর্শনের চেষ্টা নয়, বরং এগুলি আমার মনের কথা। বস্তুত আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানানো আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, কেননা ইসলামের পয়গম্বর (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লাহ্‌র প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।" একজন মুসলমান হিসেবে আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'লাই আমাদেরকে এই মসজিদ নির্মাণের তৌফিক ও সামর্থ দান করেছেন। তাই আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তখনই সম্ভব যখন আমরা তাঁর সৃষ্টির প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। অতএব একজন মুসলমান হিসেবে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা এবং আপনাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমার ধর্মীয় কর্তব্যও বটে। অনুরূপভাবে আমি সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতিও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যারা কোনও না কোনওভাবে এই প্রকল্পে সহায়াতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের জামাতের পক্ষ থেকে নির্মিত প্রত্যেকটি মসজিদের মূল উদ্দেশ্য সব সময় একই থাকে। সর্বপ্রথম আমাদের মসজিদগুলি আমাদের জামাতের সদস্যদেরকে একটি স্থানে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার সুযোগ করে দেয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের মসজিদগুলি আমাদেরকে খোদা তা'লা সৃষ্টির সেবা এবং ইসলামী শিক্ষা প্রচারের তৌফিক দেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, অনেকে ইসলামকে একটি উগ্রতাপ্রিয় এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ধর্ম বলে মনে করে। হয়তো এই শহরেরও কিছু স্থানীয় মানুষ এই মসজিদটি তৈরী হওয়াতে মনে মনে আশঙ্কিত আছেন। যেমনটি অন্যান্য যে সব স্থানে আমরা মসজিদ তৈরী করেছি, তাদের কোনও কোনওটিতে কিছু স্থানীয় মানুষ নিজেদের আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন বা সংরক্ষণশীলতা দেখিয়েছেন, একথা ভেবে যে নতুন মসজিদ এবং মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা হয়তো তাদের শহর বা মফসসলের শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষতি ডেকে আনবে। যদি কারো মনে এই ধরণের সংশয় বা আশঙ্কা থেকে থাকে তবে আমি তাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, একজন খাঁটি মুসলমান, যে কিনা ইসলামের শিক্ষা অনুধাবন করতে সক্ষম এবং সেগুলির মূল্যায়ন করতে জানে, সে কখনই এমন কাজ করবে না যাতে ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় বা সুনাম হানির কারণ হয়। সে কখনই অমুসলিমদের জন্য কষ্ট বা সমস্যার কারণ হবে না। তাই আমি

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

১ম পাতার পর..

তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। এপর তিনি জলসার সমস্ত বিভাগের ব্যনারের নীচে দণ্ডায়মান ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে সাক্ষাত ও কথপোকথন করেন। এরপর তিনি মহিলাদের প্যাণ্ডেল গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। কুরআন করীমের তিলায়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর হুযুর আনোয়ারের প্রতিনিধি বক্তব্য প্রদান করেন। বেলা সাড়ে এগারোটায় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

২৩ শে ডিসেম্বর, জলসার প্রথম দিন, প্রথম অধিবেশন।

পতাকা উত্তোলন।

মাননীয় সদর সাহেব সদরআঞ্জুমান আহমদীয়া মৌলানা মহম্মদ করীমুদ্দীন শাহেদসাহেব সকাল দশটায় আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন।

উদ্বোধনী ভাষণ

উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন মাননীয় মৌলানা করীমুদ্দীন শাহেদসাহেব। তিলাওয়াত করেন মাননীয় তারিক আহমদ লোন (কাশ্মীর), যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মৌলবী সৈয়্যদ কলীমুদ্দীন সাহেব, কাজী সিলসিলা নিযামত দারুল কাযা। এরপর মৌলনা করীমুদ্দীন সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন।

এরপর মাননীয় তানবীর আহমদ নাসির সাহেব, নায়েব নাযির নশর ও ইশাআত কাদিয়ান হযরত মুসলেহ মওউদ (আ.) রচিত একটি নযম পরিবেশন করেন।

এই অধিবেশনের প্রথম ভাষণ দান করেন মৌলনা মহম্মদ এনাম গৌরী সাহেব, নাযের আলা ও আমীর জামাত আহমদীয়া কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ ও শিক্ষার আলোকে শান্তি প্রতিষ্ঠা।

এরপর মাননীয় মৌলানা মুনীর আহমদ খাদিম সাহেব, এডিশিন্যাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ জুনুবী হিন্দ বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল আল্লাহ্ তা'লার উপর আস্থা এবং দোয়া কবুলিয়্যতের আলোকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনী।

প্রথম দিন, দ্বিতীয় অধিবেশন।

প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন বেলা দুটোর সময় আরম্ভ হয়। মৌলানা জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেবের সভাপতিত্বে অধিবেশন পরিচালিত হয়। সূরা তৌবার ১০০-১০৩ নং আয়াতের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। এরপর মাননীয় আব্দুল ওয়াসে সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত নযম পরিবেশন করেন।

অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য উপস্থাপন করেন মৌলানা মহম্মদ করীমুদ্দীন সাহেব শাহিদ,সদর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব তথা ঐশী পরিচয় লাভের উপায়সমূহ।'

এরপর অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় ফিরোয আহমদ নঈম, মুবাল্লিগ ইনচার্জ ও আমীর দিল্লী। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল " হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত হাকীম নুরুদ্দীন (রা.)-এর জীবনী।

এরপর মাননীয় ওয়াসীম মহম্মদ সাহেব সদর জামাত আহমদীয়া সিরিয়া আরবীতে পরিচিতিমূলক বক্তব্য রাখেন যার উর্দু অনুবাদ করেন মৌলানা জয়নুদ্দীন হামিদ সাহেব।

অধিবেশনের শেষ বক্তব্য রাখেন জুনুবে হিন্দ-এর এডিশিনাল ভারপ্রাপ্ত নাযির আলা মাননীয় হাফিয মখদুম শরীফ সাহেব। তাঁর বক্তব্যে বিষয়বস্তু ছিল 'কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা।

২৪ শে ডিসেম্বর, ২০২২

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন পরিচালত হয় মাননীয় মুনীর আহমদ হাফযাবাদী (সেক্রেটারী মজলিস কারপুরদাজ বেহিশতি মাকবারা কাদিয়ান) -এর সভাপতিত্বে। তিলাওয়াত করেন কাবাবীর জামাতের সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ রাশিদ খাত্তাব সাহেব। তিনি সূরা নূরের ৩১-৩৩ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন। মৌলবী জামাল শরীয়ত সাহেব (নায়েব ইনচার্জ, নুরুল ইসলাম বিভাগ) তিলায়াতকৃত আয়াতসমূহের উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান-এর শিক্ষক মুরশিদ আহমদ ডার সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত নযম পরিবেশন করেন।

অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন মাননীয় মহম্মদ হামীদ কাউসার সাবে (নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ মারকাযিয়া শুমালি হিন্দ) । তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'ইসলামী পর্দা- এর প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও কল্যাণ।'

এরপর মাননীয় মৌলানা মুযাফফর আহমদ নাসির সাহেব (নাযির ইসলাহ ও্ ইরশাদ মারকাযিয়া কাদিয়ান) বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'বাজামাত নামায এবং কুরআন করীমের তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও কল্যাণ।"

অধিবেশনের তৃতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় পি.এম মহম্মদ রাশিদ সাহেব (নাযির বায়তুল মাল খরচ ও উকিলুল মাল তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান) । তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'ইসলামে আল্লাহ্র পথে খরচ করার গুরুত্ব ও কল্যাণ।"

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন।

দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন সর্বধর্ম সম্মেলন হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মগুরু, সাধু-সন্ত, পন্ডিত এবং চার্চের পাদ্রীরাও আমন্ত্রিত থাকেন। এছাড়াও রাজনীতিক নেতাগণও উপস্থিত থাকেন যারা জলসা এবং জামাত আহমদীয়ার শিক্ষার বিষয়ে নিজেদের শুভচিন্তা ব্যক্ত করেন।

এই অনুষ্ঠানটি মাননীয় সৈয়্যদ তানবীর আহমদ সাহেব (সদর ওয়াকফে জাদীদ)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মাননীয় লুকমান আহমদ তাকী সাহেব (জামেয়ার ছাত্র)। তিনি সূরা নমল-এর ৬১-৬৪ নং আয়াতের তিলাওয়াত করেন। যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাননীয় আতাউল্লাহ্ নুসরাত সাহেব (নায়েব নাযির বায়তুল মাল আমাদ)।

এরপর মাননীয় মুবাশ্বের আহমদ খাদিম সাহেব (জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষক) পাঞ্জাবী ভাষায় বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভুমিকা।'

এরপর সভাপতি মহাশয় মঞ্চে এসে অ-মুসলিম অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করেন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে জলসা সালানা কাদিয়ান সম্পর্কে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করার আহ্বান জানান। যে সমস্ত অতিথিগণ নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের নাম নিম্নরূপ-

১) ডক্টর বলজীত কউর সাহেবা (মিনিস্ট্রি অফ এফেয়ার্স, পাঞ্জাব সরকার)

২) জগরূপ সিং শিখওয়াঁ ৩) স্বামী আদেশপুরী সাহেব, হিমাচল প্রদেশ (হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি)। ৪) ফতেহ জঙ্গ সিং বাজওয়া (বিজেপি নেতা, কাদিয়ান) ৫) কেশু মুরারী দাস সাহেব (সদর ইস্কন মন্দির, দিল্লী)। ৬) গুরু নাদার সিং গোয়ারা, এস.জি.পি.সি সদস্য। ৭) প্রতাপ সিং বাজওয়া, এম.এল.এ, কাদিয়ান। ৮) আমান শের কেলেসৌ সাহেব, এম.এলএ, বাটালা। অনুরাগ সুদ সাহেব, হোশিয়ারপুর।

২৫ ডিসেম্বর, ২০২২

জলসার তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন

তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় ১০:০৫টায়। তিলাওয়াত করেন হাফিয ফারুক আযাম সাহেব (ইনসপেক্টর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া)। তিনি সূরা আলে ইমরানের ১০৩-১০৬ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন। যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মনসুর আহমদ মসরূর সাহেব (এডিটর বদর)। এরপর দাবীর আহমদ শামীম সাহেব হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) রচিত একটি নযম পরিবেশন করেন।

এরপর অধিবেশন প্রথম বক্তব্য রাখেন মাননীয় কে তারিক আহমদ সাহেব (সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত)। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'খিলাফত নিরাপত্তার দুর্গ।

দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় নিয়ামতুল্লাহ সাহেব (নায়েব নাযেম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ)। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'তবলীগ , দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র গুরুত্ব ও কল্যাণ।' (চলবে...)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 26 Jan, 2023 Issue No. 4

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, কোনও ব্যক্তি যদি অপরকে শান্তি প্রদানের মাধ্যম হওয়ার বিষয়ে ব্যর্থ হয়,তবে সে নিজেকে প্রকৃত মুসলমান বলে দাবি করতে পারবে না। পবিত্র কুরআন শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে সূরা ফুরকানের ৬৪ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে এবিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বলেছে যে, যদি অজ্ঞ তথা বিরুদ্ধবাদীরা তাদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে বা অশালীন আচরণ করে, তবে তাদের প্রতি উগ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পরিবর্তে কি ধরণের উত্তর দিতে হবে। আল্লাহ তা'লা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন-অন্যদের প্ররোচনার সময় নিজেদের সম্মান বজায় রেখো, ধৈর্য অবলম্বন কর এবং 'তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক' বলে সেখান থেকে প্রস্থান কর। কুরআন করীম শিক্ষা দেয় যে যে, মুসলমানদের উচিত পাশবিকতা ও বর্বরতার মোকাবেলা করার পরিবর্তে নিজের অহমিকাকে সরিয়ে রেখে শান্তির বার্তা দাও এবং যাবতীয় প্রকারের ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের প্রারম্ভেই ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি প্রত্যেক বর্ণ, জাতি ও ধর্মের অনুসারীদের রব তথা প্রতিপালক। আল্লাহ্ তা'লা একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি কোনও জাতি ও ধর্ম বিশেষের অনুসারীদের প্রতিপালক নন, বরং তিনি প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের অনুসারী এবং প্রত্যেক যুগে মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তা আর তিনি সকলকে প্রতিপালন করেন। এই শব্দটি অসাধারণ সৌন্দর্য এবং প্রজ্ঞার বাহক যা বিশ্বজনীন মানবীয় কল্যাণের নীতি অনস্বীকার্য অধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আর একথা স্পষ্ট করেছে যে, আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কাররাজি এবং অনুগ্রহ কোনও বর্ণ ও জাতি বিশেষ পর্যন্ত সীমিত নয়,বরং এই নেয়ামত ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা যিনি মুসলমানদের রব, তিনি খৃষ্টান, ইহুদী,হিন্দু, শিখ বা অন্য কোনও কোনও ধর্ম নির্বিশেষে, এমনকি যারা কোনও ধর্মকে স্বীকার করে না, তিনি তাদের প্রত্যেকেরই প্রতিপালক। অতএব, একজন মুসলমান কিভাবে এবং কেনই বা অন্যের কষ্ট ও সমস্যার কারণ হতে পারে? বরং একজন সত্যিকার মুসলমানের সব সময় এই বাসনা থাকবে যে, সে মানবাতকে দুঃখ কষ্ট দেওয়ার পরিবর্তে সুখ ও স্বচ্ছন্দ দেওয়া এবং মানুষের মাঝে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হওয়া।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেন: 'আঁ হযরত (সা.) -এর সঙ্গে সত্যিকার সম্পর্ক না থাকার কারণে মুনাফিকরা শেষমেশ ঈমান থেকে বঞ্চিতই থাকে। তাদের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা ও নিষ্ঠা তৈরী হয় নি। সেই কারণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তাদের কোনও উপকারে আসে নি। অতএব, এই সম্পর্ক বিস্তার অত্যন্ত জরুরী বিষয়। কোনও অনুসারী যদি এই সম্পর্ক বন্ধনকে শক্তিশালী না করে কিম্বা এক্ষেত্রে তার কোনও প্রচেষ্টা না থাকে, তবে কোনও দুঃখ প্রকাশ বা হা হুতাশ কোনও কাজে আসবে না। নিষ্ঠা ও ভালবাসার সম্পর্কে ক্রমশ উন্নতি করা উচিত। যতদূর সম্ভব হয় সেই ব্যক্তি (পথপ্রদর্শক)-র গুণাবলী, ধর্ম বিশ্বাস ও কার্যকলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরী করা উচিত। মানুষের অন্তরাত্মা দীর্ঘ জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু এটা প্রবঞ্চনা মাত্র, জীবনের কোনও ভরসা নেই। কালক্ষেপ না করে ধার্মিকতা ও ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্ম পর্যালোচনা করা উচিত। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃ: ৫)

এরপর ওয়াকফীনে নও সদস্যরা হুযুর আনোয়ারকে প্রশ্ন করার অনুমতি পায়।

নুমান আহমদ ফরিদ প্রশ্ন করে যে, আমার লেখা অনেক চিঠির উত্তরে হুযুর আমাকে এই উপদেশ দান করেছেন যে, নামাযের বিষয়ে নিয়মানুবর্তীতা ও কুরআন করীমের তিলাওয়াত সফলতার চাবিকাঠি। কিন্তু এলন মাস্ক এবং জেফ বেজোস-এর মত ব্যক্তি, যারা নামায পড়ে না যিকরে ইলাহি করে না, তারা কিভাবে এতটা সফল ও ধনী হয়ে উঠল?

হুযুর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আপনি কি জানেন আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা। আমি বিগত খুতবাতেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। এই সব বস্তুবাদিদের জীবনের উদ্দেশ্য হল পৃথিবীতে এক উচ্চ স্থান অর্জন করা। আল্লাহ্ তা'লা যখন আদমকে সৃষ্টি করেন, সেই সময় শয়তান আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করে। কারণ ছিল তার অহংকার ও জাগতিক বাসনা। এরপর সে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করে যে, অধিকাংশ মানুষ তাকে অনুসরণ করবে আর সে তাদেরকে সোজা পথ থেকে বিপথে চালিত করবে। আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেন নি যে, তুমি এমনটি করতে পারবে না, বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন কিছু মানুষ এমন হবে যারা পুণ্যবান হবে, তারা আমার নবীগণকে গ্রহণ করবে। যদিও তাদের সংখ্যা কম হবে, কিন্তু অবশেষে তারাই জয়ী হবে, তোমরা তাদের উপর জয়ী হতে পারবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জাগতিক কামনা-বাসনার পিছনে চলা আপনাদের কাজ নয়, আপনাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জন করা আর একজন মোমেন মুত্তাকি সব সময় মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা করে। কেননা পুণ্যবান মানুষরা পরকালে প্রতিদান পাবে আর বস্তুবাদিরা এই পৃথিবীতেই প্রতিদান পাবে। এই কারণেই নবী করীম (সা.) বলেছেন, তাদের ডান চক্ষু অন্ধ, ধর্মীয় চোখটি অন্ধ। তাদের বাম চক্ষু কাজ করছে যাতে তারা জাগতিক বিষয়াদিতে উন্নতি করে। তাই আপনার বাসনা যদি কেবল জাগতিক স্বার্থ লাভ হয়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ এবং ইসলাম ত্যাগ করে যা কিছু করতে পারেন। কিন্তু যদি আপনার এই বিশ্বাস থাকে যে, মৃত্যুর পরও একটি জীবন আছে আর সেটি হল শ্বাশ্বত জীবন, তবে আপনি আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা ইহকালে এবং পরকালেও লাভ করবেন। আপনি কি স্কুলে যাচ্ছেন না? আপনি কি পড়াশোনায় ভাল? জাগতিক চাহিদা মেটাতে আপনাকে কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? আপনি প্রতি দিন খাবার পাচ্ছেন, সকালের, দুপুরের ও রাতের খাবার খাচ্ছেন, ভাল কাপড় পরে আছেন। জাগতিক প্রয়োজনের সব কিছুই আপনার হাতের নাগালে রয়েছে আর আপনি দোয়া করছেন।

হুযুর তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে ভবিষ্যতে কি হতে চায়? ছেলেটি উত্তর দেয়, সে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, অতএব, আপনি যদি নিজের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছেন, তবে এর অর্থ হল আপনি নিজের জাগতিক চাওয়া পাওয়া অর্জন করে ফেলেছেন। অধিকন্তু প্রতিদিন পাঁচ বার নামায পড়া, আল্লাহ্র কাছে দোয়া চাওয়া এবং তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য পরকালেও প্রতিদান লাভ করবেন। কিন্তু তারা এই সব কিছু কখনই লাভ করবে না। তাই এখন এটা আপনার হাতে, আপনাকেই বেছে নিতে হবে। আপনি উভয় প্রতিদান চান নাকি কেবল একটি, কেবল ইহজগতে প্রতিদান চান নাকি পরকালের প্রতিদানও। তাই আমরা তাদের থেকে ভাল। তারা কেবল জাগতিক সমৃদ্ধি অর্জন করছে মাত্র। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ইহকালেও এবং পরকালেও প্রতিদান দিবেন। অতএব, জগত অর্জন করা আমাদের লক্ষ্য নয়, মোমেনের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জন করা। আর আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জনের জন্য আপনাকে আধ্যাত্মিক মানোন্নয়ন এবং মানবতার সেবার জন্যও পরিশ্রম করতে হবে।

প্রশ্ন: ওয়াকীনে নওদেরকে কোন পেশা বা বিশেষ কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করা উচিত? তাদেরকে কি নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে জামাতের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনার ব্যক্তিগত আগ্রহ কিসে? আপনি যদি জামাতকে সাহায্য করা, মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মাণ এবং ভাল জায়গায় প্লট কিনে দেওয়ার জন্য রিয়েল স্টেট এজেন্টের পেশা নির্বাচন করেন, তবে আপনার জন্য খুব ভাল হবে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir